

Teacher's Content

বাংলাদেশের অর্থনীতি ও শিল্প বাণিজ্য

- ☑ উন্নয়ন পরিকল্পনা ও পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা
- ☑ জাতীয় আয়-ব্যয়, রাজস্বনীতি, বার্ষিক উন্নয়ন, দারিদ্র্য বিমোচন
- ☑ শিল্প উৎপাদন, পণ্য আমদানি ও রফতানিকরণ, গার্মেন্টস শিল্প
- ☑ বৈদেশিক লেনদেন, অর্থপ্রেরণ, ব্যাংক ও বীমা ব্যবস্থাপনা

Content Discussion

বাংলাদেশ অর্থনীতি

- ☐ বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা মিশ্র প্রকৃতির। মিশ্র অর্থনীতিতে সম্পত্তির ব্যক্তিগত ও রাষ্ট্রীয় মালিকানা থাকে। বর্তমানে এদেশের অর্থনীতির প্রকৃতি মুক্তবাজার অর্থনীতি। মুক্তবাজার অর্থনীতি চালু হয় ১৯৯১ সালে। বাংলাদেশ একটি নিম্নমধ্যম আয়ের দেশ। ১ জুলাই, ২০১৫ বিশ্বব্যাংক বাংলাদেশকে নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশ হিসেবে ঘোষণা দেয়।
- ☐ মোট জাতীয় উপাদান (GNP) : কোন নির্দিষ্ট সময়ে (সাধারণত এক বছরে) দেশে যে পরিমাণ দ্রব্যসামগ্রী ও সেবাকর্ম উৎপাদিত হয় তার পরিমাণকে মোট জাতীয় উৎপাদন (Gross National Product) বলে। এতে দেশজ ও প্রবাসী আয় সন্নিবেশ করা হয় তবে হিসাব করার সময় মধ্যবর্তী দ্রব্য সেবা বাদ দিয়ে কেবল চূড়ান্ত দ্রব্য ও সেবাকর্ম হিসাব করা হয়।
- ☐ নীট জাতীয় উৎপাদন (NNP) : উৎপাদনকালীন যন্ত্রপাতি ক্ষয়, সময় ও শক্তি ক্ষয় প্রভৃতি অপচয়জনিত ক্ষয়ক্ষতিগুলো মোট জাতীয় উৎপাদন থেকে বাদ দিলে নীট জাতীয় উৎপাদন (Net National Product) পাওয়া যায়। নীট জাতীয় উৎপাদন = মোট জাতীয় উৎপাদন - ক্ষয়ক্ষতিজনিত অপচয়।
- ☐ মোট দেশজ উৎপাদন (GDP) : কোন নির্দিষ্ট সময়ে (সাধারণত এক বছরে) দেশের অভ্যন্তরে উৎপাদিত সকল চূড়ান্ত দ্রব্য ও সেবার আর্থিক মূল্যমানকে মোট দেশজ উৎপাদন (Gross Domestic Product) বলে। এতে দেশের অভ্যন্তরে বিদেশী বিনিয়োগ থেকে উৎপন্ন দ্রব্য হিসাবে করা হয় কিন্তু প্রবাসীদের সৃষ্ট উৎপাদন হিসেবে করা হয় না।

- ☐ মাথাপিছু আয় : মোট জাতীয় উৎপাদনকে দেশের মোট জনসংখ্যা দিয়ে ভাগ করলে মাথাপিছু আয় পাওয়া যায়। এটি একটি দেশের জনগণের জীবনযাত্রার মান নির্দেশ করে।

তথ্য কণিকা

- বাংলাদেশের অর্থনীতি - মিশ্র।
- মুক্তবাজার অর্থনীতি চালু হয় - ১৯৯১ সালে।
- বাংলাদেশ নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হয় - ১ জুলাই, ২০১৫।
- নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশ হিসেবে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয় - বিশ্বব্যাংক।
- GNP - Gross National Product
- NNP - Net National Product
- GDP - Gross Domestic Product

উন্নয়ন পরিকল্পনা শ্রেণিকৃত ও পঞ্চবার্ষিকী

- ☐ উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো
বাংলাদেশের পরিকল্পনা প্রণয়নের দায়িত্বে নিয়োজিত শীর্ষ সরকারী প্রতিষ্ঠান হচ্ছে বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন। এপি পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের অধীন। উন্নয়ন পরিকল্পনার ক্ষেত্রে দেশে চার ধরনের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো কাজ করে থাকে। এগুলো হলো:-
১. পরিকল্পনা কমিশন
২. জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদ (NEC)
৩. জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটি (ECNEC)
৪. মন্ত্রণালয়/বিভাগের পরিকল্পনা উইং
- ☐ পরিকল্পনা কমিশন
সরকার প্রধান চেয়ারম্যান, পরিকল্পনামন্ত্রী ভাইস চেয়ারম্যান, একজন ডেপুটি চেয়ারম্যান, কমিশনের সদস্যবৃন্দ এবং পরিকল্পনা বিভাগের সচিবের সমন্বয়ে পরিকল্পনা কমিশন গঠিত। উন্নয়ন পরিকল্পনা কমিশনের ভূমিকা- সরকারের আর্থ-সামাজিক উদ্দেশ্যাবলীর সাথে সামঞ্জস্য রেখে দেশের অর্থনৈতিক ও

সামাজিক উন্নয়নের জন্য জাতীয়, বার্ষিক, মধ্যমেয়াদী, পঞ্চবার্ষিক, দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা প্রণয়ন।

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নের জন্য নীতিমালা প্রণয়ন। উন্নয়ন পরিকল্পনার বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ। গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক বিষয়বস্তুর উপর সমীক্ষা পরিচালনা। বৈদেশিক ঋণের মূল্যায়ন এবং প্রতিবেদন প্রণয়ন।

□ প্রয়োজনীয় জরিপ ও অনুসন্ধান কার্যক্রম

উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয় সাংগঠিত অবকাঠামো সম্পর্কে পরামর্শ প্রদান।

জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদে প্রেরণের জন্য বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী চূড়ান্তকরণ। উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়নের জন্য পরিকল্পনা কমিশনের ৩টি বিভাগ রয়েছে।

ক. সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ।

খ. কার্যক্রম ও মূল্যায়ন বিভাগ।

গ. সেস্তর বিভাগ।

□ জাতীয় অর্থনৈতিক পদরিষদ

চেয়ারপারসন প্রধানমন্ত্রী এবং মন্ত্রীগণ সদস্য। সহায়তাদানকারী কর্মকর্তাগণ হচ্ছে: মন্ত্রীপরিষদ সচিব, পরিকল্পনা কমিশনের সদস্যবৃন্দ, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সচিব, বাংলাদেশ ব্যাংক এর সচিব

□ উন্নয়ন পরিকল্পনা NEC-এর কার্যপরিধি

মধ্যমেয়াদী পরিকল্পনা, ADP এবং অর্থনৈতিক কর্মপন্থা (Policy) নিরূপণের প্রাথমিক পর্যায়ে সামগ্রিক দিক নির্দেশনা প্রদান।

পরিকল্পনা কর্মসূচী এবং কর্মপন্থার চূড়ান্তকরণ এবং অনুমোদন প্রদান, উন্নয়ন কর্মসূচী বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যালোচনা, আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত ও ব্যবস্থা গ্রহণ। দায়িত্ব পালনের সহায়ক বিবেচিত যে কোন কমিটি গঠন।

একনেক একেকের চেয়ারপারসন হচ্ছে প্রধানমন্ত্রী এবং বিকল্প চেয়ারম্যান অর্থমন্ত্রী। সদস্যগণ হচ্ছেন সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রীগণ।

□ উন্নয়ন পরিকল্পনায় একনেক এর কার্যপরিধি

সকল বিনিয়োগ সারপত্র বিবেচনা ও অনুমোদন, উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা, অর্থনৈতিক পরিস্থিতির পরিষ্কার ও দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড ও সংশ্লিষ্ট নীতি নির্ধারণী বিষয়সমূহ পর্যালোচনা।

□ পরিকল্পনা উইং

বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগে অবস্থিত পরিকল্পনা উইং উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নে প্রাথমিক ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

□ উইং এর কর্ম পরিধি

প্রকল্প প্রক্রিয়াকরণ, প্রকল্পের বাস্তবায়ন, পরীক্ষণ, মূল্যায়ন ও রিভিউ, বিভিন্ন সমীক্ষা গ্রহণ, বাস্তবায়ন অগ্রগতি সম্পর্কে প্রতিবেদন প্রণয়ন, দাতাদেশ/সংস্থার সাথে যোগাযোগ রক্ষা, পরিকল্পনা কমিশনের উন্নয়ন ও পরিকল্পনা সম্পর্কিত বিষয়ে ফলাবর্ত প্রদান।

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক কার্যপরিধিতে এই চারটি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন, অনুমোদন, বাস্তবায়ন পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়নের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোগত কার্যক্রম অনুসৃত ও সম্পন্ন হয়ে থাকে।

তথ্য কণিকা

- সরকারের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা প্রণয়ন করে – পরিকল্পনা কমিশন।
- পরিকল্পনা কমিশন – পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় অধীন।
- পরিকল্পনা কমিশনের চেয়ারম্যান – প্রধানমন্ত্রী।
- উন্নয়ন পরিকল্পনার সদর দপ্তর – ঢাকার আগারগাঁওয়ে অবস্থিত।
- NEC এর পূর্ণরূপ – National Economic Council।
- ECNEC এর পূর্ণরূপ – Executive Committee of the National Economic Council।
- ECNEC এর চেয়ারপারসন – প্রধানমন্ত্রী।

□ বাংলাদেশের উন্নয়ন পরিকল্পনা ও কৌশলসমূহ

বাংলাদেশে এ পর্যন্ত মোট ১০ টি উন্নয়ন পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছে। এর মধ্যে ৭ টি পঞ্চবার্ষিকী ও ১টি দ্বিবার্ষিকী উন্নয়ন পরিকল্পনা এবং ২ টি দারিদ্র বিমোচন কৌশলপত্র (PRSP) রয়েছে। নিচে বিভিন্ন উন্নয়ন পরিকল্পনাসমূহ উল্লেখিত হলো।

বাংলাদেশের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাসমূহ

□ প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা:

মেয়দ	: ১৯৭৩-৭৮ সাল।
অর্থ বরাদ্দ	: ৪,৪৫৫ কোটি টাকা।
প্রকৃত ব্যয়	: ২,০৭৪ কোটি টাকা।
বৈদেশিক সহায়তা	: ৭২ শতাংশ।
প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা	: ৫.৫ শতাংশ।
প্রবৃদ্ধি অর্জন	: ৪ শতাংশ।
সরকারি খাতে বিনিয়োগ	: ৮৯ শতাংশ।
বেসরকারি খাতে বিনিয়োগ	: ১১ শতাংশ।

□ দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা

মেয়দ	: ১৯৮০ - ৮৫।
মোট বরাদ্দ	: ১২,৭০০ কোটি টাকা।
প্রকৃত ব্যয়	: ১৫,৯২৭ কোটি টাকা।
বৈদেশিক সাহায্য	: ৬৪ শতাংশ।

প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা : ৫.৪%।
 প্রবৃদ্ধি অর্জন : ৩.৮%
 সরকারি খাতে বিনিয়োগ : ৬৫ শতাংশ।
 বেসরকারি খাতে বিনিয়োগ : ৩৫ শতাংশ।

□ তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা

মেয়াদ : ১৯৮৫ - ৯০
 মোট বরাদ্দ : ৩৮,৬০০ কোটি টাকা।
 প্রকৃত ব্যয় : ৫৯,৮৪৮ কোটি টাকা
 বৈদেশিক সাহায্য : ৯০ শতাংশ।
 প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা : ৫.৪%।
 প্রবৃদ্ধি অর্জন : ৩.৮%

□ চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা

মেয়াদ : ১৯৯০ - ৯৫।
 মোট বরাদ্দ : ৬২,০০০ কোটি টাকা।
 প্রকৃত ব্যয় : ৫৯,৮৪৮ কোটি টাকা
 স্থানীয় সম্পদ থেকে ব্যয় : ৫২% (৩২৪৭০ কোটি টাকা)
 বৈদেশিক সম্পদ থেকে ব্যয় : ৪৮% (৩০৬৭৪ কোটি টাকা)
 প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা : ৫%
 প্রবৃদ্ধি অর্জন : ৪.১৫%

□ পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা

মেয়াদ : ১৯৯৭ - ২০০২।
 মোট বরাদ্দ : ১,৯৫,৯৫২ কোটি টাকা।
 প্রকৃত ব্যয় : ১,৩৭,৩৬৪ কোটি টাকা
 প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা : ৭ শতাংশ।
 প্রবৃদ্ধি অর্জন : ৫.২১%
 বিনিয়োগ : ৫৬ শতাংশ বেসরকারি খাত থেকে এবং ৪৪ শতাংশ সরকারি খাত থেকে সংগ্রহ করা হয়।
 : ৭৭.৫৬ শতাংশ অভ্যন্তরীণ উৎস এবং ২২.৪৪ শতাংশ বৈদেশিক উৎস থেকে।
 : ৫৭ ভাগ বেসরকারি খাত থেকে এবং ৪৩ ভাগ সরকারি খাত থেকে।
 : জাতীয় আয়ের ২২ ভাগ।
 দারিদ্র্যের হার : ৪৮ শতাংশ থেকে ৩০ শতাংশে হ্রাস ৭৫ শতাংশ হ্রাস)।
 সাক্ষরতার হার : ৪৮ শতাংশ থেকে ৭০ শতাংশের বৃদ্ধি।
 খাদ্য উৎপাদন : ২ কোটি ৫১ লক্ষ ২০ হাজার টন।
 জনসংখ্যার বৃদ্ধির হার : ১.৭৫% থেকে ১.৩২%।

□ ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা

মেয়াদ : ২০১১-২০১৫
 প্রকৃত জাতীয় আয়ের প্রবৃদ্ধি : ৬.১% থেকে ৮% এ বৃদ্ধি।
 শিল্প খাতে কর্মসংস্থানের হার : ১৭% থেকে ২৫% এ উন্নীত করণ।
 প্রাথমিক শিক্ষায় অন্দর্ভুক্তির হার : ৯১% থেকে ১০০% এ বৃদ্ধি।
 বিদ্যুৎ এলাকা : ৪৭% থেকে ৬৮% এ বৃদ্ধি।
 মৃত্যুহার (৫ বছরের কাম) : প্রতি হাজারে ৬২ থেকে ৫০ এ হ্রাস।

□ সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা

পরিকল্পনার মেয়াদকাল : ২০১৬-২০২০
 বাস্তবায়ন ব্যয় লক্ষ্যমাত্রা : ৩১ লাখ ৯০ হাজার ৩০০ কোটি টাকা
 মোট বিনিয়োগ জিডিপি : ৩৪.৪%
 প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা : ৮%
 বিদ্যুৎ উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা : ২৩ হাজার মেগাওয়াট
 রপ্তানির লক্ষ্যমাত্রা : ৫৪.১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার

তথ্য কণিকা

- উন্নয়নে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার প্রবর্তক দেশ - সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন (রাশিয়া)।
- উন্নয়নে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা প্রবর্তক - রাশিয়ার সাবেক প্রেসিডেন্ট স্ট্যালিন (১৯২১সালে)।
- বাংলাদেশ এ পর্যন্ত পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা প্রণীত হয়েছে - ৭টি।
- বাংলাদেশে এ পর্যন্ত পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হয়েছে - ৬টি।
- বাংলাদেশের প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা মেয়াদ - ১৯৭৩-১৯৭৮ সাল পর্যন্ত।
- সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী মেয়াদ - ২০১৬ - ২০২০।

□ বাংলাদেশ উন্নয়ন ফোরাম

বাংলাদেশ উন্নয়ন ফোরাম 'এইড কনসোর্টিয়াম' নামে পরিচিত। ১৯৭৪ সালে প্রতিষ্ঠাকালে এর নাম ছিল বাংলাদেশ এডি গ্রুপ। ১৯৯৭ সালে এর নামকরণ করা হয় প্যারিস কনসোর্টিয়াম গ্রুপ (PCG)।

সাধারণত প্রতিবছর বৈঠক অনতিষ্ঠিত হত ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসে। ২০০৩, ২০০৪, ২০০৫, ২০১০, ২০১৫ ও ২০১৮ সালে ঢাকায় বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এ সংস্থার সমন্বয়কারী বিশ্বব্যাংক। এর সদস্য ২০টি। ৪টি দাতা সংস্থা এবং ১৬টি দেশ। এই ফোরামে অন্তর্ভুক্ত না থেকেও বাংলাদেশকে সাহায্য প্রদান করে চীন, ভারত, কুয়েত, পাকিস্তান, সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব-আমিরাত, দক্ষিণ কোরিয়া, স্পেন, IDB ও OPEC.

❑ ঢাকায় অনুষ্ঠিত BDF বৈঠক

তম	ঢাকায় আয়োজন	সময়কাল
২৪	প্রথম	৪০৫ নভেম্বর, ১৯৯৭
৩০	দ্বিতীয়	১৬-১৮ মে, ২০০৩
৩১	তৃতীয়	৮-১০ মে, ২০০৪
৩২	চতুর্থ	১৫-১৭ নভেম্বর, ২০০৫
৩৩	পঞ্চম	১৫-১৬ ফেব্রুয়ারি, ২০১০
৩৬	ষষ্ঠ	১৫-১৬ নভেম্বর, ২০১৫
৩৭	৭ম	১৭-১৮ জানু, ২০১৮

- বাংলাদেশ উন্নয়ন ফোরাম (BDF)-এর প্রতিষ্ঠাকালীন নাম - বাংলাদেশ এইড গ্রুপ (BAG)।
- BAG-এর পূর্ণরূপ - Bangladesh Aid Group.
- বাংলাদেশ এইড গ্রুপ গঠিত হয় - ১৯৭৪ সালে।
- বাংলাদেশ এইড গ্রুপের প্রথম বৈঠক - ২৯ অক্টোবর, ১৯৭৪ সালে; ফ্রান্সে প্যারিসে, অনুষ্ঠিত হয়।
- ১৯৭৪ সালে বাংলাদেশ এইড গ্রুপের সদস্য ছিল - ১৬টি দেশ এবং ৪ টি দাতা সংস্থা।
- বাংলাদেশ এইড গ্রুপ-এর নাম প্যারিস কনসোর্টিয়াম গ্রুপ (PCG) করা হয় - ১৯৯৭ সালে
- PCG-আর পূর্ণরূপ - Paris Consortium Group.
- প্যারিস কনসোর্টিয়াম গ্রুপ এর নাম বাংলাদেশ উন্নয়ন ফোরাম (BDF) করা হয় - ২০০২ সালে।
- BDF এর পূর্ণরূপ - Bangladesh Development forum.
- বাংলাদেশ উন্নয়ন ফোরামের বৈঠক বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত হচ্ছে - ২০০৩ সাল থেকে।
- পিআরএস বাস্তবায়ন ফোরাম (PRS Implementation Forum) নামে বাংলাদেশ উন্নয়ন ফোরামের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় - ১৫-১৭ নভেম্বর ২০০৫ (ঢাকা, বাংলাদেশ)।
- বাংলাদেশ উন্নয়ন ফোরাম এর সর্বশেষ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় ১৭-১৮ জানুয়ারি, ২০১৮ (ঢাকা, বাংলাদেশ)।
- ২০১০ সালের বৈঠক নেতৃত্ব দেয় - ডিএফআইডি (DFID)।
- ২০০৩ সালের পূর্বে বাংলাদেশ উন্নয়ন ফোরামের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় - প্যারিস, ফ্রান্স।

- বাংলাদেশের জন্য বৈদেশিক সাহায্য গ্রহণের প্রধান লক্ষ্য - সম্পদ ও বিনিয়োগের মাধ্যমে বিরাজমান ফাঁক পূরণ করা আমদানি ও রপ্তানির মধ্যে ঘাটতি দূর করা।
- বিভিন্ন ধরনের বৈদেশিক সাহায্য - ঋণ ও অনুদান, দ্বিপাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক সাহায্য, খাদ্য ও পণ্য সাহায্য, প্রকল্প সাহায্য এবং কারিগরি সাহায্য।
- সবচেয়ে সুবিধাজনক বৈদেশিক সাহায্য - সরকারি অনুদান।
- বাংলাদেশ উন্নয়ন ফোরামের প্রধান সমন্বয়কারী সংস্থা - বিশ্বব্যাংক।
- বাংলাদেশ উন্নয়ন ফোরামের বৈঠকে সভাপতিত্ব করে - বিশ্বব্যাংক।
- বাংলাদেশ সবচেয়ে বেশি বৈদেশিক সাহায্য অর্জন করে - জাপান থেকে।
- বাংলাদেশের সবচেয়ে বেশি ঋণদাতা গোষ্ঠী - আইডিএ।
- বাংলাদেশের ঋণদাতা দেশসমূহের মধ্যে শীর্ষে রয়েছে - জাপান।
- এলসিজি - বাংলাদেশকে সহায়তা করে এমন দেশ ও সংস্থা নিয়ে গঠিত স্থানীয় পরামর্শ গ্রুপ।
- LCG-এর পূর্ণরূপ-Local Consultative Group.
- এলসিজি - অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ (ইআরডি) সচিবসহ দাতা সংস্থাগুলোর ৩৯ প্রতিনিধির সমন্বয়ে গঠিত।

❑ যৌথ অর্থনৈতিক কমিশন

- জেইসি (JEC)-এর পূর্ণরূপ - Joint Economic COMmission (যৌথ অর্থনৈতিক কমিশন)।
- যৌথ অর্থনৈতিক কমিশন (JEC) গঠিত হয় - ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার, অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড বৃদ্ধি ও অমীমাংসিত অর্থনৈতিক বিষয়গুলোর সম্মানজনক নিষ্পত্তির লক্ষ্যে।
- বিভিন্ন দেশের সাথে জেইসি'র সাচিবিক দায়িত্ব পালন করে থাকে - পরিকল্পনা কমিশনের ইআরডি বিভাগ।
- বাংলাদেশ প্রথম যৌথ অর্থনৈতিক কমিশন গঠন করে - ১৯৮২ সালে।
- বর্তমানে বাংলাদেশের সাথে জয়েন্ট ইকোনোমিক কমিশন রয়েছে - ১৭ টি দেশ ও ১ টি সংস্থার সাথে।
- বাংলাদেশের সাথে জয়েন্ট ইকোনোমিক কমিশনভুক্ত দেশগুলো হলো - চীন, ভারত, পাকিস্তান, নেপাল, শ্রীলংকা, কুয়েত, মালয়েশিয়া, দক্ষিণ কোরিয়া, ইরান, তুরস্ক, সৌদি আরব

বেলজিয়াম, রোমানিয়া, থাইল্যান্ড, ফিলিপাইন, ভিয়েতনাম ও ইন্দোনেশিয়া। আর একমাত্র সংস্থা ইউরোপীয় অর্থনৈতিক পরিষদ (EEC)।

জাতীয় আয় ব্যয় রাজস্বনীতি ও বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী

□ জাতীয় আয়-ব্যয়

জাতীয় আয় পরিমাপের ক্ষেত্রে সাধারণত তিনটি পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। এগুলো হলো-

১. উৎপাদন পদ্ধতি; ২. আয় পদ্ধতি; ৩. ব্যয় পদ্ধতি;

□ উৎপাদন পদ্ধতি

এ পদ্ধতিতে একটি সময়ে দেশে মোট যে পরিমাণে দ্রব্যসামগ্রী সেবাকর্ম উৎপাদিত হয় তার আর্থিক মূল্য যোগ করে জাতীয় আয় হিসাব করা হয়। মোট জাতীয় আয় থেকে মূলধন যন্ত্রপাতির ক্ষয়ক্ষতিজনিত ব্যয় বাদ দিলে নীট জাতীয় আয় পাওয়া যায়।

□ আয় পদ্ধতি

এই পদ্ধতিতে একটি নির্দিষ্ট সময়ে দেশের উৎপাদনে ব্যবহৃত সম্পদ উপাদানগুলোর আয় যোগ করে জাতীয় আয় নির্ণয় করা হয়। উৎপাদনকার্যে অংশগ্রহণকারী লোকদের আয়করের উৎপাদনের উপাদানসমূহের আয় বলতে শ্রমিকের মজুরি, জমির খাজনা, মূলধনের সুদ এবং সংগঠনের মুনাফাকে বোঝানো হয়।

□ ব্যয় পদ্ধতি

এ পদ্ধতি অনুযায়ী জাতীয় আয় হিসাব করার সময় দেশে মোট ভোগ ব্যয় ও বিনিয়োগ ব্যয় যোগ করা হয়। প্রতি বছর দেশে যে পরিমাণ উৎপাদন হয় তা থেকে প্রাপ্ত আয় ভোগ ও সঞ্চয়ে ব্যবহৃত হয়। আর এ সঞ্চয়ই হলো বিনিয়োগ। তাই কোন নির্দিষ্ট বছরে দেশের ভোগ্য ব্যয় এবং মূলধন সম্পদ বৃদ্ধির জন্য যে ব্যয় হয় এ দুয়ের সমষ্টিকে জাতীয় আয় বলা হয়।

□ সরকারের আয়ের উৎস

বিভিন্ন ধরনের শুল্ক, আয়কর, মূল্য সংযোজন কর, বিভিন্ন ধরনের কর, সুদ, ভূমি রাজস্ব, রাষ্ট্রায়ত্ত্ব শিল্প, ব্যাংক ও বীমা থেকে আয়, স্ট্যাম্প ও রেজিস্ট্রেশন। বাংলাদেশে কর দুই ধরনের-প্রত্যক্ষ কর: ভূমি কর, আয়কর। পরোক্ষকর: মূল্য সংযোজন কর।

□ সরকারি ব্যয়

সরকারের দৈনন্দিন কার্যক্রম পরিচালন এবং অন্যান্য জনগুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য সম্পদ ব্যবহার তথা অর্থ ব্যয় অপরিহার্য। সরকারি ব্যয় ব্যবস্থাপনা সরকারের রাজস্ব ব্যবস্থাপনার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। সরকারি ব্যয়ের অধিকার নির্ধারণকালে গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো খাতে বরাদ্দ ও ব্যয়

উৎসাহিতকরণ, বেসরকারি খাত কর্তৃক উৎপাদনশীল খাতে অধিক সম্পদ ব্যবহার, জনকল্যাণমুখী সামাজিক নিরাপত্তা খাতে ব্যয় অব্যাহত রাখা, সরকারি খাতের ব্যয়ে কৃচ্ছতা সাধন এবং অনুৎপাদনশীল খাতে ব্যয় নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হয়।

তথ্য কণিকা

- একটি নির্দিষ্ট সময়ে সাধারণত এক বছরে একটি দেশের সকল বস্তুগত ও অবস্তুগত দ্রব্য-সামগ্রীর ও সেবাপণ্যের আর্থিক মূল্যের সমষ্টি হলো- জাতীয় আয়।
- জাতীয় আয় পরিমাপের পদ্ধতি- তিনটি।
- জাতীয় আয় পরিমাপের পদ্ধতিগুলো হলো ১. উৎপাদন পদ্ধতি। ২. আয় পদ্ধতি ও ৩. ব্যয় পদ্ধতি।
- GDP ও GNP একই হয়- যখন আমদানি ব্যয় ও রপ্তানি আয় পরস্পর সমান হয়।
- GDP ও GNP-এর মূল পার্থক্য হলো- জাতীয় সীমানা ও উৎপাদন ব্যবস্থায় নাগরিকদের অবদান।
- নির্দিষ্ট সময়ে দেশের অভ্যন্তরে মোট উৎপাদন, চাই তা দেশের নাগরিক বা বিদেশি নাগরিক কর্তৃক উৎপাদিত হোক সেটাকে বলা হয়- GNP।
- অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১৯ অনুযায়ী বর্তমানে জিডিপি (GDP) পরিমাণ - ২৮,৮৫, ৮৭২ কোটি টাকা।
- বর্তমানে বাংলাদেশে মাথাপিছু আয়ের পরিমাণ- ১,৯০৯ মার্কিন ডলার। (অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১৯)।
- বাংলাদেশের জিডিপি প্রধান খাত হলো- সেবা খাত।
- জাতীয় রাজস্ব আদায়ে সর্বোচ্চ প্রতিষ্ঠান- জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (NBR)।

রাজস্বনীতি রাজস্ব নীতিতে সরকারি আয়-ব্যয়ের সামগ্রিক ব্যবস্থাপনার কৌশলগত নির্দেশনা অন্তর্ভুক্ত থাকে। সরকারি রাজস্বের মূল উপাদান কর ও কর বহির্ভূত উৎস থেকে সংগৃহীত অর্থ দ্বারা সরকার পরিচালনার নিয়মিত ও দৈনন্দিন কার্যক্রম সম্পাদনাসহ জনকল্যাণমুখী কর্মসূচী বাস্তবায়ন এবং উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে অবকাঠামোর উন্নয়ন ব্যয় নির্বাহ করা হয়। রাজস্ব নীতির আওতায় (ক) রাজস্ব সংগ্রহের প্রাক্কলন তৈরি, (খ) ব্যয় কার্যক্রমের পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং সম্ভাব্য বাজেট ঘাটতি অর্থায়নের উৎসসমূহ চিহ্নিত করা হয়। রাজস্বনীতি প্রণয়নের মাধ্যমে সরকার মূলত সরকারের আয়-ব্যয় কার্যক্রমের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখার পাশাপাশি উচ্চতর হারে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে সহায়ক পরিবেশ তৈরির প্রচেষ্টা চালায় যাতে করে কর্মসংস্থানের অধিকতর সুযোগ সৃষ্টি এবং দ্রুত দারিদ্র্য নিরসনের

লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করে জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নত করা সম্ভব হয়।

□ **কর ব্যবস্থাপনা**

সরকারের অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের আওতাধীন জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক বাংলাদেশের কর নীতি নির্ধারণ ও তা বাস্তবায়নের দায়িত্ব পালন করছে।

□ **প্রত্যক্ষ কর ব্যবস্থায় গৃহীত উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপসমূহ**

ব্যক্তি পর্যায়ের করদাতার করমুক্ত আয়সীমা পুরুষ ২,৫০,০০০ এবং মহিলা ও ৬৫ উর্ধ্ব নাগরিক ৩,০০,০০ প্রতিবন্ধি ব্যক্তি শ্রেণি ৪,০০,০০০ এবং যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা ৪,২৫,০০০ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে।

□ **প্রত্যক্ষ কর ব্যবস্থায় গৃহীত উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপসমূহ**

হাইকোর্টে রেফারেন্স মামলাদায়েরের পূর্বে করদাতা কর্তৃক ১০ শতাংশ কর প্রদানের বিধান এবং একই সাথে ওয়েবার প্রদানের বিধান করা হয়েছে।

আয়করের ভিত্তি সম্প্রসারণের লক্ষ্যে রাজউক, আরডিএ, সিডিএ, কেডিএ কর্তৃক গৃহসম্পত্তির নকশা অনুমোদনের পূর্বে টিআইএন গ্রহণের বিধান প্রবর্তন। এই সাথে ড্রাগ লাইসেন্স ইস্যুর ক্ষেত্রে টিআইএন দাখিল বাধ্যতামূলক রা হয়েছে।

টিআইএন বরাদ্দের ক্ষেত্রে শৃংখলা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে নতুন করদাতাদের জন্য টিআইএন ইস্যুর সময় এক হাজার টাকা অগ্রিম করা জমার বিধান তুলে নেয়া হয়েছে।

সফটওয়্যার শিল্পের উন্নয়নের জন্য এবং ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণের লক্ষ্যে বাংলাদেশি সফটওয়্যার ব্যবহারকারীদের জন্য ৫০ শতাংশ অবচয়ভাতা অনুমোদন করা হয়েছে।

□ **শুল্ক ব্যবস্থা**

চার স্তর বিশিষ্ট শুল্ক কাঠামো অপরিবর্তিত রাখা হলেও মধ্যবর্তী পণ্যের শুল্ক হার ১২ শতাংশ হতে হ্রাস করে ১০ শতাংশ বিশিষ্ট করায় পরিবর্তিত কাঠামোটি দাড়িয়েছে, ০, ৫, ১০ ও ২৫ শতাংশ বিশিষ্ট। সর্বোচ্চ শুল্ক কর ২৫ শতাংশ অপরিবর্তিত রেখে মূলধনী যন্ত্রপাতি এবং আইসিটি খাতের শুল্ক ও শতাংশ হতে ২ শতাংশে হ্রাস করা হয়েছে।

❑ মূল্য সংযোজন কর (মুসক) ব্যবস্থা

- মূল্য সংযোজন কর (মুসক) ব্যবস্থা সহজীকরণ ও রসলীকরণ
- ক. এস.এম.ই খাতকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে মুসক প্রদানের সীমা বার্ষিক টার্নওভার ৭০ লক্ষ টাকা হতে বৃদ্ধি করে ৮০ লক্ষ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে এবং ৩ শতাংশ হারে কর প্রদান অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে;
- খ. আমদানিকৃত সেবার ক্ষেত্রে রেয়াত গ্রহণ সুবিধা বৃদ্ধি করার জন্য মুসক আইনের ধারা ৯ (১) (এ৩) সংযোজন করা হয়েছে;
- গ. সংকুচিত ভিত্তিমূল্যকে যুগোপযোগী করার জন্য সংকুচিত ভিত্তিমূল্য সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপনের পরিবর্তন আনা হয়েছে।

❑ ব্যক্তি শ্রেণির করদাতার করমুক্ত আয়সীমা

- পুরুষ করদাতার করমুক্ত আয়সীমা - ২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা।
- মহিলা ও ৬৫ উর্ধ্ব নাগরিক করদাতার করমুক্ত আয়সীমা - ৪ লক্ষ টাকা।
- প্রতিবন্ধী শ্রেণি করদাতার করমুক্ত আয়সীমা - ৩ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা।
- যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা নাগরিক করদাতার করমুক্ত আয়সীমা - ৪ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা।
- আয়কর রিটার্ন পদ্ধতির ধারণ - সার্বজনীন স্বনির্ধারণী পদ্ধতি।
- সর্বোচ্চ রাজস্ব অর্জিত হয় - আয়কর থেকে।

❑ আয় স্তর করদাতার

- করমুক্ত আয়সীমার পরবর্তী ৪,০০,০০০ পর্যন্ত - ১০%।
- পরবর্তী ৫,০০,০০০ পর্যন্ত - ১৫%।
- পরবর্তী ৬,০০,০০০ পর্যন্ত - ২০%।
- পরবর্তী ৩০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর - ২৫%।
- অবশিষ্ট মোট আয়ের উপর - ৩০%

❑ কোম্পানির করদাতার

- পাবলিকলি ট্রেডেড কোম্পানি (শর্ত সাপেক্ষে) - ২৫%।
- নন-পাবলিকলি ট্রেডেড - ৩৫%।
- পাবলিকলি ব্যাংক, বীমা ও অর্থলগ্নিকারী প্রতিষ্ঠান - ৪০%।
- নন পাবলিকলি ট্রেডেড - ব্যাংক, বীমা ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান - ৪২.৫%।
- মার্চেন্ট ব্যাংক - ৩৭.৫%।

❑ সিগারেট কোম্পানি

- পাবলিকলি ট্রেডেড ও নন-পাবলিকলি ট্রেডেড - ৪৫%।

❑ মোবাইল ফোন কোম্পানি

- পাবলিকলি ট্রেডেড - ৪০%
- নন-পাবলিকলি ট্রেডেড - ৪৫%
- লভ্যাংশ আয় - ২০%

- ব্যবসায়িক টার্নওভারের উপর প্রদানের ন্যূনতম কর - ০.৩০%।

তথ্য কণিকা

- কর হলো - সরবরাহকৃত দ্রব্য বা সেবার বিনিময়ে সরকারি কর্তৃপক্ষকে প্রদেয় মূল্য।
- কর সাধারণত - দু-প্রকার; যথা- ১. প্রত্যক্ষ কর ও ২. পরোক্ষ কর।
- প্রত্যক্ষ কর হলো - Income Tax (আয়কর)।
- পরোক্ষ কর হলো - মূল্য সংযোজন কর (VAT)।
- দেশের প্রথম ও একমাত্র কর ন্যায্যপাল - খায়রুজ্জামান চৌধুরী।
- কর বিভাগ যে মন্ত্রণালয়ের অন্তর্ভুক্ত - অর্থ মন্ত্রণালয়।
- Tax-GDP Ratio_Gross Domestic Product (GDP) এর যে ংশ Tax থেকে অর্জিত হয়।
- জাতীয় রাজস্ব বোর্ড যে মন্ত্রণালয়ের আওতাভুক্ত- অর্থমন্ত্রণালয়ের অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের আওতাভুক্ত।
- জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের প্রধান কর্মকর্তার পদবি - চেয়ারম্যান।
- আয়কর (Income Tax) হলো- কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের আয়ের ওপর ধার্যকৃত কর।
- ট্যারিফ হলো - আমদানি বা রপ্তানিকৃত পণ্যের গুণক একটি তালিকা প্রকাশের মাধ্যমে নির্দিষ্ট করা থাকে।
- আয়কর রিটার্ন হলো - করদাতা তার আয়ের যাবতীয় উৎসসমূহ থেকে অর্জিত আয় এবং উক্ত আয়ের ওপর তাদের করের পরিমাণ উল্লেখ করে আয়কর বিভাগে নির্দিষ্ট হুকে যে বিবরণী দাখিল করে।
- খেলাপি কর দাতা (Assessee in Default) বলে- আয়কর প্রদান করতে ব্যর্থ করদাতাকে।
- প্রাইজবন্ডের পুরস্কার - করমুক্ত।
- বাংলাদেশে মূল্য সংযোজন কর চালু হয় - ১ জুলাই ১৯৯১।
- Customs Duty হলো - আমদানি ও রপ্তানিকৃত দ্রব্যের ওপর আরোপিত কর।
- অর্থের মূল্য বলতে বোঝায় - অর্থের ক্রয়ক্ষমতা।
- জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের চেয়ারম্যান নিযুক্ত হন - পদাধিকারবলে অর্থমন্ত্রণালয়ের অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের সচিব।
- যে আদেশবলে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড গঠিত হয় - রাষ্ট্রপতির ৭৬ নং আদেশ বলে।
- কর পরিশোধের অনলাইনভিত্তিক নতুন পদ্ধতি ই-পেমেন্ট উদ্বোধন করা হয় - ২৬ মে, ২০১২।
- কর পরিশোধের অনলাইনভিত্তিক নতুন পদ্ধতি ই-পেমেন্ট উদ্বোধন করা হয়- ২৬ মে ২০১২।

- ২০১৮-১৯ অর্থবছরের বাজেটের আয়করের (Income tax) লক্ষ্যমাত্রা- ১,০০,৭০৮ কোটি টাকা।
- ২০১৮-১৯ অর্থবছরের বাজেটে মূল্য সংযোজন কর (VAT) এর লক্ষ্যমাত্রা- ১,১০,৪৮৩ কোটি টাকা।
- বর্তমান অর্থবছরে বাজেট ঘাটতির পরিমাণ- ১,২১,২৪২ কোটি টাকা।
- বর্তমান অর্থবছরে কর থেকে রাজস্ব আয়ের লক্ষ্যমাত্রা- ৩,০৫,৯২৮ কোটি টাকা (তন্মধ্যে এনবিআর থেকে ২,৯৬,২০১ কোটি টাকা ও এনবিআর বহির্ভূত ৯,৭২৭ কোটি টাকা)।
- ২০১৮-১৯ অর্থবছরে রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা- ৩,৩৯,২৮০ কোটি টাকা।

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (ADP)

বাজেট দুই প্রকার। যথা: রাজস্ব বাজেট ও উন্নয়নমূলক বাজেট। বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি যে বাজেটের অন্তর্ভুক্ত- উন্নয়নমূলক বাজেটের। ২০১৮-১৯ অর্থবছরের উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন বাজেটের পরিমাণ যথাক্রমে- ১,৫৯,০১৩ কোটি টাকা ও ২,৩৪,০১৩ কোটি টাকা। ২০১৯-২০ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির জন্য বরাদ্দের পরিমাণ- ২,০২,৭২১ কোটি টাকা। বৈদেশিক অনুদান ব্যয় হয়- বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে। বাংলাদেশের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (ADP) বাস্তবায়নের হার- ৯০% এর বেশি। বিগত দশ বছর যাবত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নে বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ উৎসের হার- ৫০ শতাংশের বেশি।

□ বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির জন্য অভ্যন্তরীণ সম্পদ

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে গত ১০ বছরে গড়ে প্রায় ৫০ শতাংশের মত সম্পদ অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে যোগান দেয়া হয়েছে।

তথ্য কণিকা

- বাজেট দুই প্রকার। যথা: রাজস্ব বাজেট ও উন্নয়নমূলক বাজেট।
- বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি যে বাজেটের অন্তর্ভুক্ত- উন্নয়নমূলক বাজেটের।
- ১৩ জুন ২০১৯ জাতীয় সংসদে ২০১৯-২০ অর্থবছরের ৪৯ তম জাতীয় বাজেট পেশ করা হয়। যা ৩০ জুন ২০১৯ পাশ হয় এবং ১ জুলাই ২০১৯ থেকে কার্যকর হয়।
- জাতীয় বাজেট ঘোষক অর্থমন্ত্রী আহম মুস্তফা কামাল। মোট বাজেটের পরিমাণ ৫,২৩,১৯০ কোটি টাকা।
- ২০১৯-২০ বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (ADP): ২০,০২,৭২১ কোটি টাকা।
- ২০১৯-২০ অর্থবছরে GDP প্রবৃদ্ধি ৮.২% এবং মূল্যস্ফীতি ৫.৫%।

- ২০১৮-১৯ অর্থবছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির জন্য বরাদ্দের পরিমাণ ছিল - ১৭৩০০০ কোটি টাকা।
- বৈদেশিক অনুদান ব্যয় হয় - বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে।
- বাংলাদেশে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (ADP) বাস্তবায়নের হার - ৯০% এর বেশি।
- বিগত দশ বছর যাবত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নে বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ উৎসের হার - ৫০ শতাংশের বেশি।

□ দারিদ্র্য বিমোচন

ঘোল কোটি মানুষের মাত্র ১,৪৭,৫৭০ ব.কি.মি. আয়তনবিশিষ্ট এদেশে দারিদ্রের প্রকটতা অনস্বীকার্য। অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১৮ অনুযায়ী দেশে বর্তমানে দারিদ্রের হার-২৪.৩%। দারিদ্রের হার সবচেয়ে কম- কুষ্টিয়া জেলায়। দারিদ্রের হার সবচেয়ে বেশি- কুড়িগ্রাম জেলায়। PRSP-এর পূর্ণরূপ- Poverty Reduction Strategy Paper। পিআরএস বাস্তবায়ন ফোরাম (PRS Implementation Forum) নামে বাংলাদেশ উন্নয়ন ফোরামের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়- ১৫-১৭ নভেম্বর ২০০৫ (ঢাকা, বাংলাদেশ)। মানব উন্নয়ন সূচক (HDI) রিপোর্ট ২০১৮ অনুযায়ী বাংলাদেশের অবস্থা- ১৩৬তম। ২০২১ সালের দারিদ্রের লক্ষ্যমাত্রা- ১৫% এ নামিয়ে আনা। MDG- Millennium Development Goal। এমডিজি (MDGs) এর অন্যতম লক্ষ্য ছিল- ক্ষুধা ও চরম দারিদ্র্য কমিয়ে আনা। SDG এর পূর্ণরূপ- Sustainable Development Goal। SDG এর অন্যতম লক্ষ্য- দারিদ্র্য নির্মূল। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে সামাজিক নিরাপত্তা ও কল্যাণ খাতে বরাদ্দের পরিমাণ- ২৭,১৫৬ কোটি টাকা। বর্তমানে বয়স্ক ভাতার হার মাসিক-৫০০ টাকা। বর্তমানে বিধবা ভাতার হার মাসিক- ৫০০ টাকা। দরিদ্র মায়ের মাতৃত্বকালীন ভাতার হার মাসিক- ৫০০ টাকা। অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতার হার মাসিক- ৭০০ টাকা। মুক্তিযোদ্ধা সম্মানী ভাতার হার মাসিক- ১০০০০ টাকা। কাজের বিনিময়ে খাদ্য (কাবিখা) হলো- খাদ্য সহায়তার একটি কর্মসূচী। আশ্রয় হলো- দারিদ্র্য বিমোচন ও পুনর্বাসন একটি প্রকল্প। VGF-এর পূর্ণরূপ- Vulnerable Group Feeding। BGD এর পূর্ণরূপ- Vulnerable Group Development। একটি বাড়ি ও একটি খামার কর্মসূচির আওতাধীনে টাকার ভোগকারীর সংখ্যা- ৫০ লক্ষেরও অধিক।

- মধ্যম আয়ের দেশ: বাংলাদেশ বিগত ২০১৩ ও ২০১৪ সালে বাংলাদেশে মাথাপিছু গড় আয় ছিল ১০৫৪ ডলার ও ১১৯০ ডলার, যা ২০১৫ সালে ১৩১৪ ডলারে উন্নীত হয়েছে। এ তিন বছরের গড় ১১৮৬ ডলার যা বিশ্বব্যাংকের মানদণ্ড অনুযায়ী নিম্নমধ্যম আয়ের দেশে আয়।

তথ্য কণিকা

জাতিসংঘের অর্থনৈতিক অঙ্গসংগঠন বিশ্বব্যাংক মাথাপিছু মোট জাতীয় আয়ের (জিএনআই) ভিত্তিতে জাতিসংঘের সদস্যরাষ্ট্রসমূহের অর্থনৈতিক সম্ভাবনা ও অগ্রগতি বিবেচনা করে একটি মানদণ্ড নির্ধারণ করে থাকে। এ মানদণ্ড অনুযায়ী; ১০৪২ ডলার বা এর কম মাথাপিছু জাতীয় আয়ের দেশগুলো নিম্নআয়ভুক্ত; ১০৪৫ ডলার থেকে ৪১২৫ ডলার পর্যন্ত মাথাপিছু জাতীয় আয়ের দেশগুলো নিম্নমধ্যআয়ভুক্ত; ৪১২৬ ডলার থেকে ১২৭৪৫ ডলার পর্যন্ত মাথাপিছু জাতীয় আয়ের দেশগুলো উচ্চ মধ্যম আয়ভুক্ত; এবং ১২৭৪৬ ডলার থেকে বেশি আয়ের দেশগুলো উচ্চ আয়ভুক্ত দেশ।

পিআরএসপিসমূহ

	ময়াদকাল	ব্যয় [কোটি টাকায়]	স্লোগান
PRSP-I	জুলাই' ০৫-০৩ জুন' ০৮	৭৫,০০	Unlocking the Potential
PRSP-II	জুলাই' ১০ ১০-জুন' ১২	৩,৭৫,০৮৬ (প্রাক্কলিত)	Movin Ahead

□ বাংলাদেশের দারিদ্র্য মানচিত্র

বিশ্বব্যাংক ও বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচীর (ডব্লিউএফপি) সহযোগিতায় বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (BBS) দারিদ্র্য মানচিত্র তৈরি করেছে। ২০১০ সালে খানা আয়-ব্যয় জরিপ (HIES) এবং ২০১১ সালের আদমশুমারির আলোক এটি প্রস্তুত করা হয়। বিশ্বব্যাংকের বাংলাদেশ পোভার্টি অ্যাসেসমেন্ট রিপোর্টের তথ্যও এতে ব্যবহার করা হয়। ২৭ আগস্ট ২০১৪ আনুষ্ঠানিকভাবে দারিদ্র্য বিষয়ক এ মানচিত্র প্রকাশ করা হয়। মানচিত্রে ৮টি বিভাগে ৬৪ টি জেলার ৪৯২ টি উপজেলায় মানুষের প্রকৃত আর্থিক অবস্থা তুলে ধরা হয়।

দারিদ্র্য হারে শীর্ষ জেলা কুড়িগ্রাম- ৬৩.৭%

কম দারিদ্র্য হারে শীর্ষ জেলা কুষ্টিয়া- ৩.৬০%

দারিদ্র্য হিসেবে গণ্য হয় দৈনিক আয়- ১.২৫ ডলারের কম হলে।

দারিদ্র্য হিসেবে চিহ্নিত হয়- দৈনিক ২,১২২ কিলোক্যালরির কম খাদ্য গ্রহণ করলে।

চরম দারিদ্র্য- দৈনিক ১,৮০৫ কিলোক্যালরির নিচে খাদ্য গ্রহণ করলে।

দৈনিক ১ ডলার ৩৫ সেন্ট আয়কে সর্বনিম্ন ধরে এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের দারিদ্র্য পরিমাপ করাকে বলে- এশিয়ান পোভার্টি লাইন।

- দারিদ্র্যরেখায় বসবাসকারী জনসংখ্যা মোট জনসংখ্যার - ২১.৮%। (অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১৯)।
- চরম দারিদ্র্যের হার মোট জনসংখ্যার - ১১.৩%। (অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১৯)।
- সবচেয়ে বেশি দরিদ্র মানুষ অধ্যুষিত বিভাগ - রংপুর।
- সবচেয়ে কম দরিদ্র মানুষ অধ্যুষিত বিভাগ - সিলেট।
- কম দারিদ্র্য হারে শীর্ষ জেলা কুষ্টিয়া - ৩.৬০%।
- দারিদ্র্য হিসেবে গণ্য হয় দৈনিক আয় - ১.২৫ ডলারের কম হলে।
- দারিদ্র্য হিসেবে চিহ্নিত হয় - দৈনিক ২,১২২ কিলোক্যালরির নিচে খাদ্য গ্রহণ করলে।
- চরম দারিদ্র্য - দৈনিক ১,৮০৫ কিলোক্যালরির নিচে খাদ্য গ্রহণ করলে।
- দৈনিক ১ ডলার ৩৫ সেন্ট আয়কে সর্বনিম্ন ধরে এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের দারিদ্র্য পরিমাপ করাকে বলে - এশিয়ান পোভার্টি লাইন।
- দারিদ্র্য হারে শীর্ষ জেলা কুড়িগ্রাম - ৬৩.৭%
- বর্তমানে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি চালু রয়েছে- ১৪৫টি
- দেশে সামাজিক নিরাপত্তা বা সুরক্ষা কর্মসূচির আওতায় সুবিধাভোগীর সংখ্যা- প্রায় ৮৬ লাখ।
- বর্তমানে সবচেয়ে বেশি সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি চালু রয়েছে- সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে।
- সামাজিক নিরাপত্তা বলয়ের আওতায় সবচেয়ে বড় কর্মসূচি- বয়স্ক ভাতা।
- কাজের বিনিময়ে খাদ্য (কাবিখা)- খাদ্য সহায়তার একটি কর্মসূচি।
- আশ্রয়- দারিদ্র্য বিমোচন ও পুনর্বাসন প্রকল্প।
- দারিদ্র্য হারে শীর্ষ বিভাগ- রংপুর (৪৭.২%)।
- দারিদ্র্য হারে সর্বনিম্ন বিভাগ- ঢাকা (১৬%)।
- অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১৮ অনুসারে, বর্তমানে দেশে অতি দারিদ্র্যের হার- ১২.৯%।
- বিবিএস-এর সর্বশেষ জরিপে, দেশে বর্তমানে অতি দারিদ্র্যের হার- ১১.৩%।
- ২০২১ সালে দারিদ্র্যের লক্ষ্যমাত্রা- ১৫% এ নামিয়ে আনা।
- এসডিজির অন্যতম লক্ষ্য- দারিদ্র্য নির্মূল।
- কাজের বিনিময়ে খাদ্য (কাবিখা) চালু হয় ১৯৭৪ সালে।

- কাবিখা চালুর প্রেক্ষাপট- দেশব্যাপী চরম খাদ্যাভাব ও খাদ্যশস্যের উচ্চমূল্য।
- কাবিখা প্রথম চালু হয়- বৃহত্তর রংপুর জেলায়।
- একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্পটি প্রথম চালু হয়- ১৯৯৮ সালে।
- ৩০ বছর মেয়াদী (২০১৫-২০৩০) এসডিজির অন্যতম লক্ষ্য- দারিদ্র্য নির্মূল।

□ বাংলাদেশের খনিজ সম্পদ

বাংলাদেশ খনিজ সম্পদে যথেষ্ট সমৃদ্ধ নয়। এদেশে খনিজ সম্পদ প্রাপ্তি প্রথম সূচনা হয় ১৯৫৫ সালে হরিপুরে প্রাকৃতিক গ্যাসের সন্ধানের মধ্য দিয়ে। স্বাধীনতা উত্তরকালে এদেশে খনিজ সম্পদের অনুসন্ধান, উত্তোলন ও ব্যাপক ব্যবহার শুরু হয়েছে। দেশের বিশেষজ্ঞদের মতে, এদেশে খনিজ সম্পদের সন্ধান পাওয়া গেছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো-

- | | |
|--------------------|----------------|
| ১. প্রাকৃতিক গ্যাস | ২. কয়লা |
| ৩. পীট | ৪. খনিজ তেল |
| ৫. চুনাপাথর | ৬. কঠিন শিলা |
| ৭. শ্বেত-মৃত্তিকা | ৮. কাঁচ-বালি |
| ৯. লৌহ-আকরিক | ১০. খনিজ বালি। |

□ প্রাকৃতিক গ্যাস

বাংলাদেশের ভূ-খন্ডে বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে তেল এবং গ্যাস অনুসন্ধান কূপ খননের কাজ আরম্ভ হয়। প্রাথমিক কয়েকটি ব্যর্থ চেষ্টার পর ১৯৫৫ সিলেটের হরিপুরের প্রথম গ্যাসক্ষেত্র আবিষ্কৃত হয়। এর পর পর্যায়ক্রমে ছাতক, রশিদপুর, কৈলাশটিলা, তিতাস, হবিগঞ্জ, বাখরাবাদ, সেমুতাং প্রভৃতি স্থানে গ্যাসক্ষেত্র আবিষ্কৃত হয়। এ ৮টি গ্যাসক্ষেত্র আবিষ্কারের সময়কাল ১৯৫৫ সাল থেকে ১৯৬৯ সালের মধ্যে। ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা লাভের পর থেকে ১৯৯০ পর্যন্ত আরো ৯টি গ্যাসক্ষেত্র আবিষ্কৃত হয়। ১৯৯১ সাল থেকে গ্যাসক্ষেত্র অনুসন্ধান ব্যাপকতা আসে। বর্তমানে দেশে আবিষ্কৃত গ্যাস ক্ষেত্রের সংখ্যা ২৯টি। এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত ক্ষেত্রগুলোতে মোট প্রাকৃতিক গ্যাসের মজুদের পরিমাণ ২৭.১২ ট্রিলিয়ন ঘনফুট আছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। তাতে উত্তোলনযোগ্য গ্যাস মজুদের পরিমাণ ১৪.৫৬ ট্রিলিয়ন ঘনফুট।

- প্রাকৃতিক গ্যাস বাংলাদেশের প্রধান খনিজ সম্পদ।
- প্রাকৃতিক গ্যাস বাংলাদেশের বাণিজ্যিক জ্বালানি ব্যবহারের ৭৩% পূরণ করে।
- বাংলাদেশে এ পর্যন্ত ২৯টি গ্যাসক্ষেত্র আবিষ্কৃত হয়েছে (সর্বশেষ ভোলার ভেদুরিয়া)।

তথ্য কণিকা

- প্রাকৃতিক গ্যাসের প্রধান উপাদান মিথেন।
- বাংলাদেশে প্রথম গ্যাসফিল্ড আবিষ্কৃত হয় ১৯৫৫ সালে সিলেটের হরিপুরে।

- মজুদগ্যাসের দিক থেকে বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ গ্যাসক্ষেত্র হল তিতাস গ্যাসক্ষেত্র।
- বাংলাদেশ উপকূলীয় অঞ্চলে ২টি গ্যাসক্ষেত্র আছে। যথা- সান্দু ও কুতুবদিয়া।
- সমুদ্রে বাংলাদেশের প্রথম গ্যাসক্ষেত্র সান্দু।
- বাংলাদেশের সর্বশেষ গ্যাস ক্ষেত্র হলো- ভোলা নর্থ-১, ভোলা।
- ঢাকা শহরে গ্যাস সরবরাহ করা হয় তিতাস গ্যাস ক্ষেত্র হতে।
- গ্যাস সম্পদ দ্রুত অনুসন্ধানের লক্ষ্যে সরকার ১৯৮৮ সালে সমগ্র বাংলাদেশকে ২৩ টি ব্লকে বিভক্ত করে। এছাড়া বাংলাদেশের সমুদ্র এলাকায় তেল গ্যাস অনুসন্ধানের জন্য উক্ত এলাকাকে ২৮টি নতুন ব্লকে বিভক্ত করে সরকার আন্তর্জাতিক দরপত্র আহবান করে। ব্লকগুলোর ১৭টি মিয়ানমার ও ১০টি ভারত নিজের দাবি করায় বাংলাদেশ-ভারত-মিয়ানমার সাম্প্রতিক বিরোধের সূত্রপাত হয়।

বাংলাদেশের ২৯টি গ্যাসক্ষেত্র নিম্নরূপ-

- | | |
|--------------------------|------------------------------------|
| ১) হরিপুর, সিলেট | ২) ছাতক, সুনামগঞ্জ |
| ৩) রশিদপুর, মৌলভীবাজার, | ৪) তিতাস, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, |
| ৫) কৈলাশটিলা, সিলেট, | ৬) হবিগঞ্জ |
| ৭) বাখরাবাদ, কুমিল্লা | ৮) সেমুতাং, খাগড়াছড়ি |
| ৯) কুতুবদিয়া, চট্টগ্রাম | ১০) বেগমগঞ্জ, নোয়াখালী |
| ১১) ফেনী | ১২) বিয়ানীবাজার, সিলেট |
| ১৩) কামতা, গাজীপুর | ১৪) বিবিয়ানা, হবিগঞ্জ |
| ১৫) ফেঞ্চুগঞ্জ | ১৬) জালালাবাদ, সিলেট |
| ১৭) মেঘনা, কুমিল্লা | ১৮) নরসিংদী |
| ১৯) শাহবাজপুর, সিলেট | ২০) সালদা নদী, ব্রাহ্মণবাড়িয়া |
| ২১) সান্দু, বঙ্গোপসাগর | ২২) মাগুরছড়া, কমলগঞ্জ, মৌলভীবাজার |
| ২৩) লালমাই, কুমিল্লা | ২৪) শ্রীকাইল, কুমিল্লা |
| ২৫) সুন্দলপুর, নোয়াখালী | ২৬) রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ |
| ২৭) ভোলা নর্থ-১, ভোলা | ২৮) মোবারকপুর, পাবনা |
| ২৯) ভেদুরিয়া, ভোলা | |

□ বাংলাদেশে খাতওয়ারি গ্যাসের ব্যবহার

বিদ্যুৎ কেন্দ্র-৪০%, ক্যাপটিভ পাওয়ার-১৮%, শিল্প, শিল্প-১৭%, গৃহস্থালি-১২%, সারকারখানা-৬%, সি.এন.জি-৬% বাণিজ্যিক-১%, চা বাগান-০.০০২%। ১৯৯৭ সালের ১৪ জুন মৌলভীবাজার জেলার কমলগঞ্জ উপজেলার মাগুরছড়া গ্যাসক্ষেত্রে অগ্নিকাণ্ড হয়। এটি বাংলাদেশের কোন গ্যাসক্ষেত্রে প্রথম অগ্নিকাণ্ড। অগ্নিকাণ্ডের সময় এ গ্যাসক্ষেত্রের দায়িত্বে ছিল অক্সিডেন্টাল (যুক্তরাষ্ট্র)। ২০০৫ সালের ৭ জানুয়ারি ও ২৪ জুন সুনামগঞ্জের টেংরাটিলা গ্যাসক্ষেত্রে অগ্নিকাণ্ড ঘটে। এ সময় এই

গ্যাসক্ষেত্রে কৃপখননের দায়িত্বে ছিল কানাডিয়ান কোম্পানি নাইকো।

❑ খনিজ তেল

সিলেট জেলার হরিপুরে প্রাকৃতিক গ্যাসক্ষেত্রে, রশদিপুর ও তিতাস গ্যাসক্ষেত্রে সামান্য পরিমাণ খনিজ তেলের সন্ধান পাওয়া গেছে। এছাড়া মৌলভীবাজার জেলার বরমচালে একটি তেলক্ষেত্র আবিষ্কৃত হয়েছে। বাংলাদেশে ১৯৮৬ সালে তেল উত্তোলন শুরু হয় এবং ১৯৯৪ সালে তেল উত্তোলন বন্ধ হয়ে যায়।

❑ কয়লা

জয়পুরহাট জেলার জামালগঞ্জ, রংপুর জেলার খালাশপীর, নওগাঁর পত্নীতলা, দিনাজপুর জেলার বড়পুকুরিয়া, ফুলবাড়ী, দীঘিপাড়া, সুনামগঞ্জ জেলার লালঘাট, টাকেরঘাট প্রভৃতি স্থানে উন্নতমানের বিটুমিনাস ও লিগনাইট কয়লা পাওয়া যায়।

ফরিদপুরের চান্দাবিল ও বাঘিয়া বিল, খুলনা অঞ্চলের কোলা বিল, সিলেট, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, ময়মনসিংহ প্রভৃতি স্থানে পীট কয়লা পাওয়া গেছে।

❑ কঠিন শিলা

রংপুর জেলার বদরগঞ্জ, মিঠাপুকুর এবং দিনাজপুরের পার্বতীপুরের মধ্যপাড়ার কঠিন শিলার সন্ধান পাওয়া গেছে। দিনাজপুরের মধ্যপাড়ার কঠিন শিলা খনির আয়তন ১.৪৪ বর্গ কি.মি।

❑ চুনাপাথর

চাকেরহাট, লালঘাট, জাফলং, ভাঙ্গারহাট, জকিগঞ্জ, জয়পুরহাট, জামালগঞ্জ, সেন্টমার্টিন দ্বীপ ও সীতাকুণ্ডে চুনাপাথর পাওয়া যায়।

❑ চীনা মাটি বা শ্বেতমৃত্তিকা

নেত্রকোনার বিজয়পুর, নওগাঁর পত্নীতলা, দিনাজপুরের পার্বতীপুরে চীনা মাটি পাওয়া যায়।

❑ সিলিকা বালি

হবিগঞ্জের নয়াপাড়া, ছাতিয়ান, শাহবাজার, সুনামগঞ্জের টাকেরহাট, চট্টগ্রামের দোহাজারী, গারো পাহাড়ে, কুমিল্লার চৌদ্দগ্রামে এবং দিনাজপুরের পার্বতীপুরে সিলিকা বালি পাওয়া যায়।

❑ তেজস্ক্রিয় বালু

কক্সবাজারের সমুদ্র সৈকতে পাওয়া যায়। এদের 'কালো সোনা' ও বলা হয়। এগুলোর মধ্যে জিরকন, ইলমেনাইট, মোনাজাইট ও জাহেরাইট উল্লেখযোগ্য। বাংলাদেশের বিশিষ্ট ভূমিবিজ্ঞানী এম এ জাহের আবিষ্কৃত পদার্থটিকে তাঁর নাম অনুসারে জাহেরাইট রাখা হয়েছে।

❑ নুড়িপাথর

সিলেট, পঞ্চগড় এবং লালমনিরহাট জেলার পাটগ্রামে নুড়িপাথর পাওয়া যায়।

❑ গন্ধক

চট্টগ্রামের কুতুবদিয়ার বাংলাদেশের একমাত্র গন্ধক খনি অবস্থিত।

❑ তামা

রংপুর জেলার রানীপুকুর, পীরগঞ্জ এবং দিনাজপুরের মধ্যপাড়ায় তামার সন্ধান পাওয়া গেছে।

❑ ইউরেনিয়াম

মৌলভীবাজারে কুলাউড়া পাহাড়ে ইউরেনিয়ামের সন্ধান পাওয়া গেছে।

❑ খনিজ বালি

কুতুবদিয়া ও টেকনাফে প্রচুর পরিমাণে খনিজ বালি পাওয়া যায়।

তথ্য কণিকা

- শিল্প খাতে প্রথম গ্যাস সংযোগ দেয়া হয়- ১৯৫৯ সালে।
- সাঙ্গু গ্যাসক্ষেত্রটি অবস্থিত - বঙ্গোপসাগরে।
- বাংলাদেশের গ্যাসক্ষেত্রের মধ্যে সমুদ্রে অবস্থিত - ২টি
- বাংলাদেশে তেল অনুসন্ধান কাজ শুরু হয় - ১৯৫৯ সালে।
- বাংলাদেশে চুনাপাথরের উৎস - টাকেরঘাট ও জাফলং।
- বাংলাদেশের গন্ধকের সন্ধান পাওয়া গেছে - কুতুবদিয়ায়।
- বড়পুকুরিয়া কয়লা খনি অবস্থিত - দিনাজপুর জেলার পার্বতীপুর থানার চৌহালি গ্রামে।
- দেশের সর্ববৃহৎ কয়লাখনি অবস্থিত - দিনাজপুর জেলার পার্বতীপুরে।
- কক্সবাজার সমুদ্র সৈকতে প্রথম কালো সোনা আবিষ্কার করেন - বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন কর্মকর্তা এচি কবির।
- বাংলাদেশের পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্পের নাম - রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্প।
- দেশের প্রথম গ্যাস চালিত বিদ্যুৎ কেন্দ্র - হরিপুর বিদ্যুৎ কেন্দ্র।
- বাংলাদেশের একমাত্র বায়ু বিদ্যুৎ প্রকল্প চালু করা হয় - ফেনী সোনাগাজীতে।
- বাংলাদেশের প্রথম কয়লাচালিত বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রটি অবস্থিত - দিনাজপুরে বড়পুকুরিয়ায়।
- হরিপুর (সিলেট) তেলক্ষেত্র আবিষ্কার করে- বাপেক্স।
- মার্কিন তেল, গ্যাস অনুসন্ধান চুক্তি স্বাক্ষর করে- ১৬ জুন, ২০১১।

আর্থিক প্রতিষ্ঠান

❑ পুজিবাজার

বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন, ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ, চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ।

ব্যাংক (Bank) ও অ-ব্যাংক আর্থিকপ্রতিষ্ঠান (Non-Bank Financial Institution-NBFI): বাংলাদেশ ব্যাংক,

সোনালী ব্যাংক লি., অগ্রণী ব্যাংক লি., জনতা ব্যাংক লি.,
বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ব্যাংক ম্যানেজমেন্ট।

❑ **বীমা**

বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ বাংলাদেশ (Insurance Development & Regulatory Authority- IDRA)
বাংলাদেশ বীমা একাডেমি (Bangladesh Insurance Academy-BIA), মহাখালী, ঢাকা: বাংলাদেশের একমাত্র
জাতীয় বীমা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। বাংলাদেশে দু'ধরনের বীমা
কোম্পানী বিদ্যমান। যেমন:

১. সাধারণ বীমা কর্পোরেশন
২. জীবন বীমা কর্পোরেশন

❑ **ক্ষুদ্রঋণ ও অন্যান্য**

ক্ষুদ্রঋণ নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ (Microcredit Regulatory Authority-MRA)

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (Palli Karma-Sahayak Foundation – PKSF):

দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম পরিচালনায় নিয়োজিত
সম্ভাবনাময় এনজিওসমূহের অর্থসংস্থানে সাহায্য প্রদানের লক্ষ্যে
প্রতিষ্ঠিত হয়। মঙ্গা উত্তরাঞ্চলের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর বিশেষত
আশ্বিন-কার্তিক মাসে কাজহীন একটা অবস্থা। পিকেএসএফ মঙ্গা
নিরসনে ২০০৬ সাল থেকে 'প্রাইম' নামে একটি দীর্ঘমেয়াদি
কর্মসূচী চালু করেছিল।

এসডিএফ (SDF-Social Development Foundation)
টেকসই উন্নয়নের মাধ্যমে দারিদ্র্য দূরীকরণ ও নারীর ক্ষমতায়নের
লক্ষ্যে কাজ করছে। ২০০০ সালে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়। এর প্রধান
অফিস ঢাকায় (লালমাটিয়া, মোহাম্মদপুরে) অবস্থিত।
বিশ্বব্যাংকের সাহায্যপুষ্ট এস-ডিএফ এর দু'টি উল্লেখযোগ্য প্রকল্প
হলো Social Investment Program Project (SIPP) ও
Notun Jibon Livelihood Improvement Project (NJLIP)।

❑ **পুঁজিবাজার**

শেয়ার মার্কেট হলো এমন বাজার যেখানে সিকিউরিটিজ (শেয়ার,
ডিবেঞ্চর, মিউচুয়াল ফান্ড, বন্ড প্রভৃতি) কেনাবেচা হয়। শেয়ার
ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য স্টক এক্সচেঞ্জ কর্তৃক নিবন্ধিত ব্যক্তিবর্গকে
দালাল বা প্রতিষ্ঠানকে দালাল হাউস বলে। শেয়ার বাজারে
কেনাবেচা করার জন্য বিনিয়োগকারীদের ব্রোকার হাউজে একটি
BO অ্যাকাউন্ট খুলতে হয়।

❑ পুঁজিবাজারে ভালো মৌলভিত্তি কোম্পানির শেয়ারকে Blue Chip
বলা হয়। এ সকল কোম্পানি বিনিয়োগকারীদের নিয়মিত লভ্যাংশ

দেয়। এজন্য বিনিয়োগকারীদের কোম্পানির মৌলভিত্তি বিশেষ করে
শেয়ার প্রতি আয় পর্যালোচনা করে বিনিয়োগ করা উচিত।

সিকিউরিটিজসমূহ স্টক এক্সচেঞ্জে নিবন্ধিত থাকে। সিকিউরিটিজ
দু'ভাগে স্টক এক্সচেঞ্জ তালিকাভুক্ত হয়। যথা- IPO এবং
সরাসরি তালিকাভুক্তি। শেয়ারবাজারে জনসাধারণের জন্য
কোম্পানির প্রাথমিক শেয়ার বা ডিবেঞ্চর বিক্রির নাম IPO বা
গণবিক্রয়। IPO তে সিকিউরিটিজের মূল্য নির্ধারণের একটি
পদ্ধতি হলো বুক বিল্ডিং পদ্ধতি।

অবলেখক প্রাথমিক বাজারে কোম্পানির শেয়ার ও ঋণপত্র বিক্রির
দায়িত্ব পালন করে। তালিকাভুক্তির পর সিকিউরিটিজগুলো স্টক
এক্সচেঞ্জে কেনাবেচা করা যায়। এসময় শেয়ারের দাম তার চাহিদা ও
যোগানের ভিত্তিতে নির্ধারিত হয়। একে সেকেন্ডারি মার্কেট বলে।

❑ **স্টক এক্সচেঞ্জ**

বাংলাদেশে স্টক এক্সচেঞ্জ ২টি। যথা-

ক) ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড ১৯৫৪ সালে পূর্ব পাকিস্তান
স্টক এক্সচেঞ্জ নামে গঠিত হয়। আনুষ্ঠানিকভাবে এর ট্রেডিং
কার্যক্রম শুরু হয় ১৯৫৬ সালে।

খ) চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ ১৯৯৫ হিসেবে অনুমোদন পায় এবং
ওই বছর ১০ অক্টোবর লেনদেন শুরু হয়।

❑ **নিয়ন্ত্রণ**

দুই স্টক এক্সচেঞ্জই পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি হিসাবে
নিবন্ধিত। উভয় এক্সচেঞ্জ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ অধ্যাদেশ
১৯৬৯, কোম্পানি আইন ১৯৯৪ এবং সিকিউরিটিজ এবং এক্সচেঞ্জ
কমিশন আইন ১৯৯৩ দ্বারা শাসিত হয়ে থাকে। মূলধন বাজারের
নিয়ন্ত্রক সংস্থা হিসেবে সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন
প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৯৩ সালের ৮ জুন। ২০১২ সালে সিকিউরিটিজ
অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন এর নাম পরিবর্তন করে বাংলাদেশ
সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন করা হয়। বিএসইসি
সিকিউরিটিজ কমিশনের আন্তর্জাতিক সংস্থা সংক্ষেপে আইস্কো এর
'A' ক্যাটাগরির সদস্য।

১৯৯৬ সালে এবং ২০১০ সালের পুঁজিবাজার ধসের কারণে
বিএসইসি বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য
হলো তালিকাভুক্ত কোম্পানিগুলোর ক্রেডিট রেটিং। পুঁজিবাজারের
তালিকাভুক্ত কোম্পানিগুলোর আর্থিক ভিত্তি কতটুকু মজবুত বা
দুর্বল এ সংক্রান্ত বিষয়ে প্রতিবেদন দাখিল করে ক্রেডিট রেটিং
কোম্পানিগুলো। বাংলাদেশে ক্রেডিট রেটিং এজেন্সিগুলোর
লাইসেন্স ইস্যু করে বিএসইসি।

❑ **লেনদেন পদ্ধতি**

বাংলাদেশ এক সময় প্রত্যক্ষ নিলামের মাধ্যমে কাগজে শেয়ার
লেনদেন হতো। তালিকাভুক্ত কোম্পানিসমূহের ইস্যুকৃত শেয়ার
এখন আর কাগজে স্টক নয়। বর্তমানে সেগুলি সংশ্লিষ্ট তহবিলের
ইউনিট হিসাবে কেন্দ্রীয় ডিপোজিটরি তহবিলের হিসাবে জমা
থাকে। অর্থাৎ স্টকস বা শেয়ারগুলো এখন কাগজে নয়, বরং
এগুলি ইলেক্ট্রনিকস স্টকস এবং এর প্রতিটির হিসাব সিডিবিএল

কর্তৃক রক্ষিত হয়। ২০০৪ সালের ২৪ জানুয়ারি কেন্দ্রীয় ডিপোজিটরি সিস্টেম চালু করা হয়।

বিএসইসি পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত সকল কোম্পানির কাগজে শেয়ারকে De-mat শেয়ারে রূপান্তরের জন্য সময়সীমা বেঁধে দিয়েছিল। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কিছু কোম্পানি তাদের কাগজে শেয়ারকে ইলেকট্রনিক শেয়ারে রূপান্তরে ব্যর্থ হয়। নিয়ন্ত্রক সংস্থা এসব কোম্পানিগুলোর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা হিসেবে তাদের তালিকাচ্যুত করে ওভার দ্য কাউন্টার বা বিকল্প বাজারে পাঠিয়ে দেয়। ২০০৪ সালে চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জে এবং ২০০৯ সালে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে ওটিসি মার্কেট চালু হয়।

তালিকাভুক্ত কোম্পানির শেয়ারের অস্বাভাবিক দর বৃদ্ধি বা দর পতন ঠেকাতে সার্কিট ব্রেকার ব্যবহার করা হয়। সার্কিট ব্রেকারের মাধ্যমে একদিনে শেয়ার দর সর্বোচ্চ কি পরিমাণ বাড়তে বা কমতে পারে তা নির্ধারণ করা থাকে।

❑ বাংলাদেশ ব্যাংক

বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক বাংলাদেশ ব্যাংক। পূর্বনাম State Bank of Pakistan। এটি বাংলাদেশ ব্যাংক অধ্যাদেশ, ১৯৭২ এর মাধ্যমে ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১ প্রতিষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রধান কর্মকর্তার পদবি গভর্নর। গভর্নরের মেয়াদকাল ৪ বছর। বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রথম গভর্নর ছিলেন এ. এন. হামিদুল্লাহ। বাংলাদেশ ব্যাংক পরিচালনার জন্য ৯ সদস্যবিশিষ্ট পরিচালনা পর্ষদ রয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর এ পর্ষদের সভাপতি।

ব্যাংকের সদর দপ্তর ঢাকার মতিঝিলে অবস্থিত। প্রধান কার্যালয়সহ বাংলাদেশ ব্যাংকের মোট ১০টি শাখা রয়েছে। যথা- ঢাকার মতিঝিল ও সদরঘাট, চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, সিলেট, বরিশাল, বগুড়া, রংপুর এবং ময়মনসিংহ। কেন্দ্রীয় ব্যাংক হিসেবে দেশের অন্যান্য ব্যাংক, অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের নিয়ন্ত্রক হিসেবে কাজ করে বাংলাদেশ ব্যাংক। বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ, এশীয় ক্রিয়ারিং ইউনিয়ন, এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক অর্থ ও মুদ্রা সংস্থায় বাংলাদেশ সরকারের প্রতিনিধিত্ব করে বাংলাদেশ ব্যাংক।

❑ বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রধান কার্যাবলি

মুদ্রা ও নোট প্রচলন: মুদ্রা হল বিনিময়ের মাধ্যম। ১৯৭২ সালে সদ্য স্বাধীন রাষ্ট্রের মুদ্রার নাম ‘টাকা’ এবং সংকেত (৬) নির্ধারণ করা হয়। আন্তর্জাতিক লেনদেনে বাংলাদেশী মুদ্রার কোড BDT। এক টাকার শতাংশকে পয়সা নামে অভিহিত করা হয়। অর্থাৎ ১টাকা সমান ১০০ পয়সা। ১৯৭২ সালের ৪ মার্চ প্রথম কোষাগার মুদ্রা বের হয় ১ টাকার নোট। ১৯৭৩ সালে বাংলাদেশ সর্বপ্রথম ৫, ১০, ২৫ এবং ৫০ পয়সা মূল্যমানের ধাতব মুদ্রার প্রবর্তিত হয়। বাংলাদেশী মুদ্রা দুই ভাগে বিভক্ত-

ক) সরকারি মুদ্রা: ১, ২, ৫ টাকার কাগজে ও ধাতব মুদ্রা এবং ১, ৫, ১০, ২৫, ৫০ পয়সার ধাতব মুদ্রা বাংলাদেশ সরকারের অর্থ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে প্রবর্তিত হয়। সরকারি নোটে অর্থ সচিবের স্বাক্ষর থাকে।

খ) ব্যাংক নোট: ১০, ২০, ৫০, ১০০, ৫০০ এবং ১০০০ টাকা মূল্যমানের ৬টি নোট বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক প্রবর্তিত হয়। ব্যাংক নোটে গভর্নরের স্বাক্ষর থাকে। বাংলাদেশ ব্যাংককে নোটের মূল্যের শতকরা ৩০% স্বর্ণ বা রৌপ্য বা বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভ রাখতে হয়।

বাংলাদেশের বিভিন্ন মুদ্রার সংক্ষিপ্ত পরিচয়

মুদ্রামান	ধরন	প্রবর্তনকাল	মন্তব্য
১টাকা	কাগজে	৪মার্চ, ১৯৭২	বাংলাদেশের প্রথম কাগজে মুদ্রা।
	ধাতব	১৯৭৫	শ্রোগান পরিকল্পিত পরিবার, সবার জন্য খাদ্য
২ টাকা	কাগজে	১৯৮৮	
	ধাতব	২০০৪	শ্রোগান: ‘সবার জন্য শিক্ষা’
৫ টাকা	কাগজে	১৯৭২	ছবি- নওগাঁর কুসুম্বা মসজিদ
	ধাতব	১৯৯৪	প্রতিকৃতি- বঙ্গবন্ধু সেতু
১০ টাকা	কাগজে	১৯৭২	ছবি- বায়তুল মোকাররম মসজিদ
	পলিমারদ	২০০০	অস্ট্রেলিয়া থেকে মুদ্রিত হতো।
২০ টাকা	কাগজে	১৯৭৯	ছবি- ষাট গম্বুজ মসজিদ
৫০ টাকা	কাগজে	১৯৭৬	ছবি- জয়নুল আবেদিনের চিত্রকর্ম ‘মইদেয়া’
১০০ টাকা	কাগজে	৪ মার্চ, ১৯৭২	ছবি- তারা মসজিদ
৫০০ টাকা	কাগজে	১৯৭৬	জার্মানি থেকে

			মুদ্রিত হতো।
১০০০ টাকা	কাগজে	২৭ অক্টোবর, ২০০৮	ছবি- কার্জন হল

২০১৩ সালে রাজধানীর ঢাকার মিরপুরে বাংলাদেশ ব্যাংক ট্রেনিং একাডেমিতে স্থাপন করা হয় ‘ঢাকা জাদুঘর’। এটি বাংলাদেশ ব্যাংকের মতিঝিলস্থ প্রধান কার্যালয়ে ২০০৯ সালে স্থাপিত হওয়া ‘কারেলি মিউজিয়াম’ এর আধুনিক রূপ।

❑ মুদ্রাবাজার (Money Market) নিয়ন্ত্রণ: মানিমার্কেট একটি স্বল্পমেয়াদী তহবিলের বাজার। যে সমস্ত আর্থিক প্রতিষ্ঠান সুদের বিনিময়ে স্বল্প মেয়াদি তহবিল গ্রহণ এবং প্রদান করে এ সমস্ত কার্যক্রম দ্বারা মুদ্রাবাজার পরিবেষ্টিত। বাজার কার্যক্রম পরিচালনার জন্য নির্দিষ্ট কোনো স্থান নেই।

কেন্দ্রীয় ব্যাংক, তফসিলি ব্যাংক, সরকার, আর্থিক কোম্পানি, চুক্তিভিত্তিক সঞ্চয়ী প্রতিষ্ঠান যেমন- পেনশন তহবিল, বীমা কোম্পানি, সঞ্চয় ও ঋণদান সমিতি ইত্যাদি মুদ্রাবাজারের অংশ। কেন্দ্রীয় ব্যাংক মুদ্রাবাজারের অভিভাবক। দেশের মুদ্রাবাজারের প্রধান অংশ হলো আন্তঃব্যাংক বাজার, কলমনি বাজার, রিপো ও রিভার্স রিপো বাজার এবং বন্ড মার্কেট। মুদ্রাবাজারের আর্থিক দলিল হিসেবে ট্রেজারি বিল, কেন্দ্রীয় ব্যাংক ও সরকারের স্বল্প মেয়াদী বন্ড, স্থানান্তরযোগ্য আমানত সার্টিফিকেট, ব্যাংকের স্বীকৃতিপত্র ইত্যাদি কাজ করে থাকে। কোনো তফসিলি ব্যাংকে নগদ অর্থ সঙ্কট দেখা দিলে ব্যাংকটি অন্য তফসিলি ব্যাংক থেকে স্বল্প মেয়াদের জন্য নগদ অর্থ ঋণ নিতে পারে। Call বা তলব করা মাত্র এ অর্থ আবার পরিশোধ করে দিতে হয় বলে একে তলবি অর্থ বলে। তলবি অর্থের সুদের হারকে কলমনি রেট বলে। কেন্দ্রীয় ব্যাংককে মুদ্রাবাজারের সর্বশেষ আশ্রয়স্থল বলা হয়। কেন্দ্রীয় ব্যাংক যে সুদের হারে তফসিলি ব্যাংককে ঋণ দেয়, তাকে ব্যাংক হার বলে।

❑ মুদ্রানীতি প্রণয়ন করে বাংলাদেশ ব্যাংক। ৬ মাস অন্তর অন্তর মুদ্রানীতি প্রণীত হয়। বাংলাদেশ ব্যাংক মুদ্রানীতি নিয়ন্ত্রণের হাতিয়ার যেমন- খোলাবাজার কার্যক্রম, রিজার্ভ হার পরিবর্তন এবং ব্যাংক হার পরিবর্তনের মাধ্যমে মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক ঋণপত্র (ট্রেজারি বিল, রিপো, রিভার্স রিপো) ক্রয়-বিক্রয়কে খোলাবাজার কর্মকাণ্ড বলে।

মুদ্রাস্ফীতি বলতে সাধারণত দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতিকে বুঝায়। উৎপাদন বৃদ্ধি না পেয়ে মুদ্রার সরবরাহ বৃদ্ধি পেলে এমন হয়। উৎপাদন না বাড়লে দ্রব্যসামগ্রীর যোগান কমে যায়। অর্থের যোগান বেশি থাকে ফলে দ্রব্যমূল্য বেড়ে যায়। অর্থের যোগান বেশি থাকে ফলে দ্রব্যমূল্য বেড়ে যায়। অর্থের ক্রয়ক্ষমতা কমে যাওয়ার এই প্রবণতাকে মুদ্রাস্ফীতি বলে। পণ্যদ্রব্যের দাম বেড়ে গেলে স্থানীয় মুদ্রা দিয়ে ঐ পণ্য কিনতে বেশি মুদ্রার প্রয়োজন হয় কিংবা একই

পরিমাণ মদ্রা দিয়ে পণ্য কিনতে গেলে পরিমাণে কম পাওয়া যায়। অর্থাৎ মুদ্রাস্ফীতির ফলে মানুষের ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস পায়। মুদ্রার সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ করে সাময়িকভাবে মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করা যায়। উচ্চ মুদ্রাস্ফীতির ফলে সীমিত আয়ের জনগোষ্ঠী সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

- **ব্যাংকগুলোর রিজার্ভ সংরক্ষণ:** বাণিজ্যিক ব্যাংককে আমানতের একটি অংশ কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিকট রিজার্ভ রাখতে হয়। বাধ্যতামূলক এই জমা সঞ্চিতির অনুপাতের দুইটি ধরন আছে। যথা- নগদ জমা সংরক্ষণ অনুপাত এবং বিধিবদ্ধ জমা অনুপাত।

- **সরকারের ব্যাংক:** বাংলাদেশ ব্যাংক গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের ব্যাংক হিসেবে কাজ করে। সরকার অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে দুইভাবে ঋণ গ্রহণ করতে পারে। যথা-

১. ব্যাংকিং উৎস থেকে ট্রেজারি বিল এবং বাংলাদেশ সরকার ট্রেজারি বন্ড এর মাধ্যমে।
২. ব্যাংক বহির্ভূত উৎস থেকে জাতীয় সঞ্চয় অধিদপ্তরের সঞ্চয় স্কিমের মাধ্যমে টেজারি বিল এক ধরনের স্বল্প মেয়াদি সরকারি ঋণপত্র। পক্ষান্তরে ট্রেজারি বন্ড এক ধরনের দীর্ঘমেয়াদি সরকারি ঋণপত্র। ট্রেজারি বিল ও বন্ড ইস্যু করে বাংলাদেশ সরকার এবং কেনাবেচা হয় বাংলাদেশ ব্যাংকের নিলামের মাধ্যমে। টেজারি বিল ও বন্ড ক্রয় করতে পারে: বাংলাদেশে নিবাসী ব্যক্তি এবং প্রতিষ্ঠান যেমন- ব্যাংক, অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠান, বীমা কোম্পানি, কর্পোরেট বডি, প্রভিডেন্ট ফান্ড পেনশন ফান্ড ব্যবস্থাপনার সাথ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি এবং অনাবাসী বাংলাদেশী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান যাদের বাংলাদেশের কোনো ব্যাংকে Non- Resident Foreign Currency Account আছে।

- **নিকাশঘর:** বাংলাদেশ ব্যাংক তফসিলি ব্যাংকসমূহের পারস্পারিক নিরূপিত চেক, ড্রাফট, বিল ইত্যাদি দ্বারা সৃষ্ট আন্তঃব্যাংক পরিশোধ নিষ্পত্তিতে নিকাশ ঘর হিসেবে দায়িত্ব পালন করে।

- **বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময়:** ১৯৯৪ সালের ২৪ মার্চ টাকাকে রূপান্তরযোগ্য ঘোষণা করা হয়। সরকার বৈদেশিক মুদ্রা (যেমন- ডলার, রিয়েল) ও টাকার বিনিময় হার নির্ধারণ করে দিত। সরকারকে ঘোষণা দিয়ে টাকার অবমূল্যায়ন বা পুনর্মূল্যায়ন করতো। সরকার বিদেশী মুদ্রার তুলনায় দেশী মুদ্রার মূল্যায়ন কমানোর ঘোষণা করলে তাকে মুদ্রার অবমূল্যায়ন বলা হয়। রপ্তানি বৃদ্ধি, আমদানি হ্রাস করার লক্ষ্যে মুদ্রার অবমূল্যায়ন করা হয়।

২০০৩ সালে ৩১ মে টাকার বিনিময় হারকে করা হয় ভাসমান বা ফ্লোটিং। ফ্লোটিং এক্সচেঞ্জ রেট এর মূল কথা হলো সরকার বা অন্য কোনো কর্তৃপক্ষ স্বাভাবিক অবস্থায় মুদ্রার বিনিময় হারের ওপর কোনো ধরনের প্রভাব বিস্তার করবে না। বাজারের চাহিদা ও যোগানের ভিত্তিতেই মুদ্রার বিনিময় হার নির্ধারিত হবে। এরপর থেকে ঘোষণা দিয়ে টাকার অবমূল্যায়ন বা পুনর্মূল্যায়ন ব্যবস্থা বাতিল হয়ে যায়।

- **বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ সংরক্ষণ**

মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ: জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ পেছনে দুটি যুক্তি রয়েছে। এক, দুর্নীতি প্রতিরোধ; দুই, সন্ত্রাসী কার্যক্রমে অর্থযোগান বন্ধ করার অতি প্রয়োজনীয়তা। বাংলাদেশে মানি লন্ডারিং আইন প্রথম জারি করা হয় মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০০২ শিরোনামে এবং এই আইন প্রয়োগের দায়িত্ব দেয়া হয় বাংলাদেশ ব্যাংককে।

মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ সর্বশেষ আইন প্রণীত হয় ২০১২ সালের ১৫ জানুয়ারি। মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ অনুযায়ী, মানি লন্ডারিং অর্থ-

- বৈধ বা অবৈধ উপায়ে অর্জিত অর্থ বা সম্পত্তি নিয়ম বহির্ভূতভাবে বিদেশে পাচার
 - অপরাধের সাথে সম্পৃক্ত অর্থ স্থানান্তর বা রূপান্তর বা হস্তান্তর করা।
 - সম্পৃক্ত অপরাধ সংঘটনে সহায়তা করার উদ্দেশ্যে কোন বৈধ বা অবৈধ সম্পত্তির হস্তান্তর বা রূপান্তর বা হস্তান্তর করা।
- সম্পৃক্ত অপরাধ হইতে অর্জিত জানা সত্ত্বেও এই ধরনের সম্পত্তি গ্রহণ, দখলে নেয়া বা ভোগ করে। সম্পৃক্ত অপরাধ বলতে দুর্নীতি ও ঘুষ, দেশি ও বিদেশী মুদ্রা পাচার, মুদ্রা জালকরণ, দলিল দস্তাবেজ জালকরণ, চাঁদাবাজি, প্রতারণা, জালিয়াতি, অবৈধ অস্ত্রের ব্যবসা, অবৈধ মাদক ও নেশাজাতীয় দ্রব্যের ব্যবসা, চোরাকারবার, অপহরণ, অবৈধভাবে আটকে রাখা ও পণবন্দী করা, খুন, নারী ও শিশু পাচার, চুরি, ডাকাতি, দস্যুতা, করসংক্রান্ত অপরাধ, মেধাসত্ত্ব লঙ্ঘন, সন্ত্রাস ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থযোগান প্রভৃতিকে বোঝানো হয়েছে।

- **তফসিলি ব্যাংক**

যে সকল ব্যাংক কেন্দ্রীয় ব্যাংকের শর্তসমূহ মেনে নিয়ে এর তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়, তাকে তফসিলি ব্যাংক বলে। ব্যাংক কোম্পানি আইন, ১৯৯১ অনুযায়ী বাংলাদেশ ব্যাংক দেশের সকল

তফসিলি ব্যাংকসমূহ নিয়ন্ত্রণ করে। বাংলাদেশে মোট ৫৯টি
তফসিলি ব্যাংক আছে। তফসিলি ব্যাংক চার ধরনের-

- ক. সরকারী বা রাষ্ট্রায়ত্ত্ব বাণিজ্যিক ব্যাংক = ০৬টি
- খ. সরকারী মালিকানাধীন বিশেষায়িত ব্যাংক = ০৩টি
- গ. স্থানীয় বেসরকারী বাণিজ্যিক ব্যাংক = ৪০টি
- ঘ. বিদেশি বাণিজ্যিক ব্যাংক = ০৯টি

ক) সরকারী বা রাষ্ট্রায়ত্ত্ব বাণিজ্যিক ব্যাংক

প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক

ব্যাংকের নাম	প্রতিষ্ঠাকাল	তথ্যকণিকা
সোনালী ব্যাংক লি.	১৯৭২	বাংলাদেশের বৃহত্তম বাণিজ্যিক ব্যাংক। বাংলাদেশ ব্যাংক অধ্যাদেশ ১৯৭২ অনুযায়ী ন্যাশনাল ব্যাংক অব পাকিস্তান, প্রিমিয়ার ব্যাংক এবং ব্যাংক অব বাহাওয়ালপুরকে অধিগ্রহণ করে সোনালী ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়।
জনতা ব্যাংক লি.	১৯৭২	১৯৭২ সালে ইউনাইটেড ব্যাংক ও ইউনিয়ন ব্যাংক লি.-এর অধিগ্রহণ করে জনতা ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়। জনতা ব্যাংক বাংলাদেশে প্রথম রেডিক্যাশ চালু করে।
অগ্রণী ব্যাংক লি.	১৯৭২	১৯৭২ সালে হাবিব ব্যাংক ও কমার্স ব্যাংক এর সমুদয় দায় ও সম্পদ সমন্বয়ে অগ্রণী ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়।
রূপালী ব্যাংক লি.	১৯৭২	১৯৭২ সালে মুসলিম কমাশিয়াল ব্যাংক, অস্ট্রেলেশিয়া ব্যাংক এবং স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংকের সকল সম্পদ ও দায় নিয়ে রূপালী ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়। এটি বর্তমানে সরকারী ও বেসরকারী যৌথ মালিকানাভুক্ত ব্যাংক।
বেসিক ব্যাংক লি.	১৯৮৯	
বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক লি.	২০০৯	বাংলাদেশ শিল্প ব্যাংক ও বাংলাদেশ শিল্প ঋণ সংস্থা কে একীভূত করে ব্যাংকটি প্রতিষ্ঠিত করা হয়।

□ বিশেষায়িত ব্যাংক:

ব্যাংকের নাম
বাংলাদেশি কৃষি ব্যাংক
রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক

গ. স্থানীয় বেসরকারী বাণিজ্যিক ব্যাংক

ব্যাংকের নাম	প্রতিষ্ঠাকাল	তথ্যকণিকা
এবি (আরব বাংলাদেশ) ব্যাংক লি.	১৯৮১	বাংলাদেশের প্রথম সেবরকারি ব্যাংক
পূবালী ব্যাংক	১৯৭২	১৯৫৯ সালে 'ইস্টার্ন মার্কেটাইল' ব্যাংক নামে প্রতিষ্ঠিত। স্বাধীনতা লাভের পর ১৯৭২ সালে এটি পূবালী ব্যাংক নামে সরকারিকরণ করা হয় এবং পুনরায় ১৯৮৩ সালে এটিকে বেসরকারিকরণ করা হয়।
উত্তরা ব্যাংক লি.	১৯৭২	১৯৭২ সালে সরকার ইস্টার্ন ব্যাংকি কর্পোরেশনকে জাতীয়করণ করে এবং উত্তরা ব্যাংক নাম দিয়ে এর মালিকানা গ্রহণ করে। ১৯৮৩ সালে বেসরকারি ব্যাংক হিসাবে কার্যক্রম শুরু করে।
ন্যাশনাল ব্যাংক লি.	১৯৮৩	
দি সিটি ব্যাংক লি.	১৯৮৩	২০০৯ সালে বাংলাদেশ প্রথম American Ex-press' Cards ইস্যু করে।
ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি.	১৯৮৩	বাংলাদেশের প্রথম ইসলামী শরীয়াহভিত্তিক ব্যাংক
IFIC (The International Finance Investment and Commerce) ব্যাংক লি.	১৯৮৩	মালদ্বীপের কেন্দ্রীয় ব্যাংক হিসেবে কাজ করে।
ইউসিবি ব্যাংক লি.	১৯৮৩	
আইসিবি ইসলামী ব্যাংক লি.	১৯৮৭	১৯৮৭ সালে আল-বারাকা ব্যাংক বাংলাদেশ লি. নামে যাত্রা শুরু করে। ২০০২ সালে ওরিয়েন্টাল ব্যাংক লি. এবং ২০০৭ সালে আইসিবি ইসলামিক ব্যাংক নামে রূপান্তরিত হয়।
ইস্টার্ন ব্যাংক লি.	১৯৯২	
ন্যাশনাল ক্রেডিট এন্ড কমার্স ব্যাংক লি.	১৯৯৩	
প্রাইম ব্যাংক লি.	১৯৯৫	
সাউথ-ইস্ট ব্যাংক লি.	১৯৯৫	
ঢাকা ব্যাংক লি.	১৯৯৫	
আলা আরাফাহ ইসলামী	১৯৯৫	

ব্যাংক লি.		
সোস্যাল ইসলামী ব্যাংক লি.	১৯৯৫	
ডাচ বাংলা ব্যাংক লি.	১৯৯৬	২০১১ সালে বাংলাদেশের প্রথম মোবাইল ব্যাংকিং কার্যক্রম শুরু করে।
মার্কেটাইল ব্যাংক লি.	১৯৯৯	
স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক লি.	১৯৯৯	
ওয়ান ব্যাংক লি.	১৯৯৯	
এক্সিম (এক্সপোর্ট ইম্পোর্ট) ব্যাংক লি.	১৯৯৯	
বাংলাদেশ কমার্স ব্যাংক লি.	১৯৯৯	
মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক লি.	১৯৯৯	লোগোতে লেখা আছে, 'You can bank on us'
ফার্স্ট সিডিটি ইসলামী ব্যাংক লি.	১৯৯৯	
দি প্রিমিয়ার ব্যাংক লি.	১৯৯৯	
ব্যাংক এশিয়া লি.	১৯৯৯	বাংলাদেশের প্রথম এজেন্ট ব্যাংকিং প্রবর্তন করে।
দি ট্রাস্ট ব্যাংক লি.	১৯৯৯	বাংলাদেশের আর্মি ওয়েল ফেয়ার ট্রাস্ট কর্তৃক পরিচালিত
শাহজালাল ব্যাংক লি.	২০০১	
যমুনা ব্যাংক লি.	২০০১	
ব্রাংক ব্যাংক লি.	২০০১	
এন আরবি কমার্শিয়াল ব্যাংক লি.	২০১৩	
সাউথ বাংলা এগ্রিকালচার এন্ড কমার্স ব্যাংক লি.	২০১৩	
ইউনিয়ন ব্যাংক লি.	২০১৩	
মেঘনা ব্যাংক লি.	২০১৩	
দি ফারমার্স ব্যাংক লি.	২০১৩	
এনআরবি ব্যাংক লি.	২০১৩	
মধুমতি ব্যাংক লি.	২০১৩	
এন আর বি গ্লোবাল ব্যাংক লি.	২০১৩	
সীমান্ত ব্যাংক লি.	২০১৬	'বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ' এর সদস্যদের আর্থিক সেবার জন্য

প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক	২০১৮	প্রবাসীদের আর্থিক লেনদে
কমিউনিটি ব্যাংক	২০১৮	বাংলাদেশ পুলিশ সদস্যদের আর্থিক লেনদেন

ঘ. বিদেশী বাণিজ্যিক ব্যাংক

ব্যাংকের নাম	প্রতিষ্ঠাকাল	তথ্যকণিকা
স্টান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক লি.	১৯০৫	বাংলাদেশে প্রথম বিদেশী ব্যাংক। বাংলাদেশের প্রথম মাস্টার কার্ড ও টেলি-ব্যাংকিং ব্যবস্থা চালু করে। ২০০২ সালে Standard Chartered ও ANZ Grindlays ব্যাংকের মধ্যে একত্রীকরণ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়।
হাবিব ব্যাংক	১৯৭৬	
স্টেট ব্যাংক অব ইন্ডিয়া	১৯৭৬	
কমার্শিয়াল ব্যাংক অব সিলোন লি.	২০০৩	
ন্যাশনাল ব্যাংক অব পাকিস্তান লি.	১৯৯৫	
সিটি ব্যাংক অব এন.এ	১৯৯৫	
উরি ব্যাংক	১৯৯৬	
হংকং সাংহাই ব্যাংকিং কর্পোরেশন লি.	১৯৯৬	
ব্যাংক আলফালাহ লি.	২০০৫	

❑ বাণিজ্যিক ব্যাংক

যে ব্যাংক জনগণের সঞ্চিতে অর্থ আমানত হিসাবে রাখে এবং ব্যবসা বাণিজ্য ও শিল্প প্রতিষ্ঠানকে স্বল্প মেয়াদী ঋণ দেয়, তাকে বাণিজ্যিক ব্যাংক বলা হয়। যেমন- সোনালী ব্যাংক, ইসলামী ব্যাংক। বাংলাদেশে ৫৫টি বাণিজ্যিক ব্যাংক রয়েছে। বাণিজ্যিক ব্যাংকের কাজ-

- * আমানত সংগ্রহ
- * ঋণদান করা
- * ঋণ আমানত সৃষ্টি করা
- * বিল বাট্টাকরণ
- * অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বাণিজ্যে সহায়তা করা
- * মূলধন গঠন

- * বিনিয়োগ
- * বিনিময়ের মাধ্যমে সৃষ্টি করা
- * অর্থ স্থানান্তর

□ ব্যাংক হিসাব

ব্যাংক হিসাব ব্যাংকার ও গ্রাহকের মধ্যে এমন একটি চুক্তি, যার মাধ্যমে ব্যাংকে অর্থ জমা ও উত্তোলন করা যায়। জালিয়াতি ও অবৈধ অর্থ লেন-দেন রোধে হিসাব খোলার সময় গ্রাহকদের ব্যক্তিগত তথ্য সালিত ফরম পূরণ করতে হয় যা KYC Profit নামে পরিচিত। KYC এর পূর্ণরূপ Know Your Customer। ব্যাংক হিসাব প্রধানত তিন ধরনের। যথা-

- ক) চলিত হিসাব: যে হিসাবের মাধ্যমে দৈনিক কার্যদিবসে যতবার প্রয়োজন অর্থ জমা ও উত্তোলনের মাধ্যমে লেনদেন পরিচালিত হয়, তাকে চলতি হিসাব বলে। এ হিসাবে কোনো প্রকার সুদ প্রদান করা হয় না। ব্যসায়ীগণ সাধারণত অর্থের নিরাপদ সংরক্ষণের জন্য এ হিসাব খুলে থাকেন।
- খ) সঞ্চয়ী হিসাব: যে হিসাবের মাধ্যমে ব্যাংক কম আয়ের মানুষের সঞ্চয় সংগ্রহ করে, তাকে সঞ্চয়ী হিসাব বলে। সাধারণ কার্যদিবসে এ হিসাব যতবার ইচ্ছে টাকা জমা দেওয়া যায় কিন্তু সপ্তাহে দুবারের বেশি টাকা উত্তোলন করা যায় না। এ হিসাবে সামান্য সুদ দেওয়া হয়।
- গ) স্থায়ী হিসাব: স্থায়ী আমানতের অর্থ একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য রাখতে হয়। এই আমানতের উপর ব্যাংক অপেক্ষাকৃত বেশি হারে সুদ দেয়।

বাণিজ্যিক ব্যাংকের বিনিময় মাধ্যম

- ০১. চেক: ব্যাংকের প্রতি গ্রাহকের লিখিত নির্দেশক কে বলা হয়। প্রস্তুতের তারিখ হতে সাধারণত ১৮০ দিন (৬ মাস) পর্যন্ত চেকের মেয়াদ থাকে।
- ০২. ব্যাংক ড্রাফট: ব্যাংক ড্রাফটের মাধ্যমে ব্যাংক নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ প্রদানের জন্য দেশে বিদেশে তার শাখা বা প্রতিনিধিকে নির্দেশ দেয়।
- ০৩. পে-অর্ডার: এর মাধ্যমে একই নিকাশঘর এলাকায় স্থাতি বাণিজ্যিক ব্যাংক নির্দিষ্ট শাখাকে অর্থ প্রদানের নির্দেশ দেয়।
- ০৪. প্রত্যয় পত্র: যে দলিলের মাধ্যমে ব্যাংক আমদানিকারকের পক্ষে রপ্তানিকারককে তার পাওনা পরিশোধের নিশ্চয়তা প্রদান করে, তাকে প্রত্যয় পত্র বা নিশ্চয়তাপত্র বলে।
- ০৫. ব্যাংক গ্যারান্টি: এর মাধ্যমে ব্যাংক গ্রাহকের পক্ষ থেকে পাওনাদারকে দায় পরিশোধের নিশ্চয়তা প্রদান করে।
- ০৬. ডেবিট কার্ড: ডেবিট কার্ড এমন এক ধরনের কার্ড যার দ্বারা ইলেকট্রনিক ব্যাংকিং এর মাধ্যমে গ্রাহক তার ব্যাংকে সঞ্চিত আমানতের অর্থ যেকোনো সময় ATM বুথ হতে উঠাতে পারে। যেমন- বাংলাদেশের প্রচলিত ATM কার্ডগুলো মূলত ডেবিট কার্ড।

০৭. ক্রেডিট কার্ড: ক্রেডিট কার্ড এমন এক ধরনের কার্ড যার দ্বারা ইলেকট্রনিক ব্যাংকিং এর মাধ্যমে ধারে পণ্য কেনাবেচা থেকে শুরু করে যেকোনো ধরনের লেনদেন সম্পন্ন করা যায়। সাধারণত ঋণ গ্রহণের মাধ্যমে ব্যাংক গ্রাহককে এ ধরনের কার্ড সরবরাহ করে। এই ঋণ গ্রহণের জন্য ব্যাংককে বাৎসরিক একটি নির্দিষ্ট হারে চার্জ প্রদান করতে হয়। বিশ্বে বর্তমানে VISA, MASTER Card, American Express প্রভৃতি ক্রেডিট কার্ড প্রচলিত আছে।

□ ব্যাসেল

ব্যাংকসমূহ তত্ত্বাবধায়নের জন্য বিভিন্ন দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের গভর্নরদের সমন্বয়ে গঠিত কমিটি Bank for International Settlements (BIS)। বিআইএস এর সদর দপ্তর সুইজারল্যান্ডের বাসেল শহরের নামানুসারে ব্যাংকিং খাতের আন্তর্জাতিক বিধানকে ব্যাসেল বলা হয়। প্রথম পর্যায়ে প্রণীত বিধান ব্যাসেল ১, দ্বিতীয় পর্যায়ের ব্যাসেল ২ এবং তৃতীয় পর্যায়ের বিধান ব্যাসেল ৩ নামে পরিচিত। বাংলাদেশে ১৯৯৬ সাল থেকে ব্যাসেল ১, ২০১০ সালের জানুয়ারি থেকে ব্যাসেল ২ এবং ২০১৫ সালের ১ জানুয়ারি থেকে ব্যাসেল ৩ বাস্তবায়ন শুরু হয়। ব্যাসেল ২ বাস্তবায়নে প্রত্যেক তফসিলি ব্যাংককে তার ঝুঁকি সম্পদের ১০% অথবা ৪০০ কোটি টাকা এই দুইয়ের মধ্যে যেটি বেশি ন্যূনতম সে পরিমাণ মূলধন সংরক্ষণ করার নির্দেশনা দেয়া হয়। ব্যাসেল ২এর সাথে ব্যাসেল ৩ প্রধান পার্থক্য হলো ব্যাসেল ৩ বাস্তবায়নে পত্যেক তফসিলি ব্যাংককে ২০১৯ সাল নাগাদ ঝুঁকিভিত্তিক সম্পদের বিপরীতে মূলধন সংরক্ষণের অনুপাত বাড়িয়ে ১২.৫০% এ উন্নীত করতে হবে।

□ ক্যামেল রেটিং

আর্থিক খাত সংস্কার কর্মসূচির আওতায় তফসিলি ব্যাংক সমূহের কার্যক্রম ও সার্বিক আর্থিক অবস্থা মূল্যায়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত CAMELS রেটিং পদ্ধতি প্রবর্তন করে। এই পদ্ধতির মাধ্যমে বাংলাদেশ ব্যাংক সমস্যা সংকুল ব্যাংকসমূহকে চিহ্নিত করে এদের কার্যক্রম সতর্কতার সাথে পর্যবেক্ষণ করে এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে। CAMELS পদ্ধতিতে প্রত্যেকটি ব্যাংকের মূলধন, সম্পদ, ব্যবস্থাপনা, আয় তারল্য এবং বাজার ঝুঁকির প্রতি সংবেদনশীলতা বিবেচনার মাধ্যমে রেটিং করা হয়। বিবেচ্য বিষয়গুলোর ইংরেজি শব্দের প্রথম অক্ষর নিয়ে উচ্চারণ করা হয় রেটিং।

□ শিল্প সম্পদ

ক) সংস্থা

০১. Bangladesh Chemical Industries Corporation (BCIC): সংস্থাটির আওতাধীন ১৩টি চালু প্রতিষ্ঠান রয়েছে।

□ সার কারখানা (৮টি)

কর্ণফুলী পেপার মিলস লি., কাগুাই, রাঙ্গামাটি
খুলনা হার্ডবোর্ড মিলস লি., খুলনা
ছাতক সিমেন্ট কোম্পানি লি., সিলেট

উসমানিয়া গ্লাসশীট ফ্যাক্টরি লি., কালুরঘাট চট্টগ্রাম
বাংলাদেশ ইনসুলেটর এন্ড স্যানেটারীওয়ার ফ্যাক্টরি লি., মিরপুর,
ঢাকা।

০২. Bangladesh Sugar and Food Industries Corporation (BSFIC): বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প করপোরেশন এর অধীনে ১৫ টি চিনিকল এবং ১টি প্রকৌশল কারখানা চালু আছে। BSFIC এর আওতাধীন চিনিকলগুলো হলো-

- ☐ নর্থবেঙ্গল চিনিকল লি., গোপালপুর লি., নাটোর (দেশের সবচেয়ে পুরাতন চিনিকল)
- ☐ সেতাবগঞ্জ চিনি লি., সেতাবগঞ্জ, দিনাজপুর
- ☐ কেরু এন্ড কোং (বিডি) লি., দর্শনা, চুয়াডাঙ্গা (দেশের বৃহত্তম চিনিকল)
- ☐ রংপুর চিনিকল লি., মহিমাগঞ্জ, গাইবান্ধা
- ☐ ঠাকুরগাঁও চিনিকল লি., ঠাকুরগাঁও
- ☐ জিলবাংলা চিনিকল লি., দেওয়ানগঞ্জ, জামালপুর
- ☐ জয়পুরহাট চিনিকল লি., জয়পুরহাট
- ☐ রাজশাহী চিনিকল লি., হরিয়ান, রাজশাহী
- ☐ কুষ্টিয়া চিনিকল লি., জগতি, কুষ্টিয়া
- ☐ মোবারকগঞ্জ চিনিকল লি., নলডাঙ্গা, বিনাইদহ
- ☐ শ্যামপুর চিনিকল লি., রংপুর
- ☐ পঞ্চগড় চিনিকল লি., পঞ্চগড়
- ☐ ফরিদপুর চিনিকল লি., মধুখালী, ফরিদপুর
- ☐ নাটোর চিনিকল লি., নাটোর
- ☐ পাবনা চিনিকল লি., পাবনা

লোকসানী সরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ প্রাইভেটাইজেশন এর আওতায় ২টি চিনিকল বেসরকারি ব্যবস্থাপনাকে হস্তান্তর করা হয়েছে। এগুলো হলো দেশবন্ধু চিনিকল লি. বেং কালিয়াচাপড়া চিনিকল লি.।

০৩. Bangladesh Steel & Engineering Corporation (BSEC): বাংলাদেশের ইস্পাত ও প্রকৌশল করপোরেশন আওতাধীন ৮টি প্রতিষ্ঠান হলো-

- অ্যাটলাস বাংলাদেশ লি., টঙ্গী, গাজীপুর
- ন্যাশনাল টিউবস লি., টঙ্গী, গাজীপুর
- বাংলাদেশ ব্লড ফ্যাক্টরি লি., টঙ্গী গাজীপুর
- ইস্টার্ন টিউবস লি., তেজগাঁও, ঢাকা
- ইস্টার্ন টিউবস লি., তেজগাঁও, ঢাকা
- ইস্টার্ন কেবলস লি., পতেঙ্গা, চট্টগ্রাম
- জেনারেল ইলেকট্রিক ম্যানু. কোম্পানি লি., পতেঙ্গা, চট্টগ্রাম
- গাজী ওয়ার্স লি., কালুরঘাট, চট্টগ্রাম

➤ প্রগতি ইন্ডাস্ট্রিজ লি., আখাবাদ, চট্টগ্রাম

০৪. Bangladesh Small and Cottage Industry Corporation (BSCIC)

বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প করপোরেশন (বিসিক)

খ) দপ্তর

০১. Bangladesh Standards and Testing

Institution (BSTI): দেশের মান নিয়ন্ত্রণকারী একমাত্র প্রতিষ্ঠান।

০২. Bangladesh Institute of Management (BIM)

০৩. Bangladesh Industrial and Technical

Assistance Center (BITAC) বাংলাদেশ শিল্প ও কারিগরি সহায়তা কেন্দ্র (বিটাক)

০৪. National Productivity Organization (NPO)

০৫. পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর

০৬. প্রধান বয়লার পরিদর্শকের কার্যালয়

গ. বোর্ড

১. বাংলাদেশ এ্যাক্রিডিটেশন বোর্ড

□ বস্ত্র শিল্প

মসলিম ‘ঢাকাই মসলিন’ নামে বিশ্বব্যাপী খ্যাত সুতিবস্ত্র। ঢাকা শহর ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকায় স্থানীয় কারিগরদের দ্বারা স্থানীয়ভাবে উৎপন্ন সূতা থেকে এই মসলিন তৈরি হতো। পর্যটক ইবনে বতুতার ভ্রমণ বিবরণী থেকে জানা যায়, তৎকালীন বাংলায় পৃথিবী বিখ্যাত মসলিন উৎপাদিত হতো। মসলিন মুঘল সম্রাটদের বিলাসের বস্ত্র ছিল। ব্রহ্মপুত্র নদের তীরবর্তী কোনো কোনো এলাকায় ফুটি নামে এক প্রকার তুলা জন্মাত। এর সূতা থেকে তৈরি হতো সবচেয়ে সূক্ষ্ম মসলিন বস্ত্র ‘মলমল’। ইংল্যান্ডের শিল্প বিপ্লবের কারণে মসলিন শিল্পের অবনতি ও বিলুপ্তি ঘটে। ‘মসলিন’ এর একটি ছোট টুকরো এখনও জাতীয় জাদুঘরে সংরক্ষিত আছে।

জামদানি কার্পাস তুলা দিয়ে প্রস্তুত এক ধরনের পরিধেয় বস্ত্র যার বয়ন পদ্ধতি অনন্য। জামদানী বুননকালে তৃতীয় একটি সূতা দিয়ে নকশা ফুটিয়ে তোলা হয়। প্রাচীনকালের মিহি মসলিন কাপড়ের উত্তরাধিকারী হিসেবে জামদানী শাড়ী বাঙ্গালী নারীদের অতি পরিচিত। জামদানী বলতে সাধারণত শাড়ীকেই বোঝান হয় তবে জামদানী দিয়ে নকশী ওড়না, কুর্তা, পাগড়ি, রুমাল, পর্দা প্রভৃতিও তৈরি করা হত। জামদানী নানা স্থানে তৈরি হয় বটে কিন্তু ঢাকাকেই জামদানির আদি জন্মস্থান বলে গণ্য করা হয়।

খাদি বা খদর। খদর শব্দটি গুজরাটি। খদর শব্দ থেকেই এসেছে খাদি শব্দটি। ঢাকাই মসলিনের মতো বিখ্যাত ছিল কুমিল্লার খাদি

কাপড়। তুলা থেকে প্রথমে হাতে কাটা হয় সূতা। তাপরপর সেই সূতা থেকে হাতে চালানো তাঁতে বোনা হয় খাদি কাপড়। মহাত্মা গান্ধী খাদি কাপড়ের সত্যিকারের প্রতিষ্ঠাতা। ১৯২০ সালে তিনি প্রথম স্বদেশী পণ্যের মাধ্যমে স্বরাজ প্রতিষ্ঠার জন্য খাদি কাপড়ের গুরুত্ব সম্পর্কে তুলে ধরেন। স্বদেশী আন্দোলনের বিজিত প্রতীক খাদি কাপড়।

বেনারশী শাড়ির কথা শুনলেই মনে হয় বিয়ের শাড়ির কথা। ১৯৯৫ সালে ঢাকার মিরপুরে বেনারশী পল্লী প্রতিষ্ঠা হলেও ধারণা করা হয় ১৯৯০ সালে এখানে হাতে গোনা দুই তিনটি গদিঘর ছিল। এই গদিঘর হল বেনারশী শাড়ি তৈরীর কারখানা এবং খুচরা ও পাইকারী বিক্রয়কেন্দ্র। সময়ের পরিক্রমায় বর্ধিত চাহিদার প্রেক্ষিতে ঐতিহ্যবাহী ও পুরনো গদিঘরের সাথে নতুন কিছু ব্যবসায়ী এসে যোগ হলে এলাকাটি বেনারশী পল্লীতে পরিণত হয়।

□ তৈরি পোশাক শিল্প

পোশাক শিল্প তৈরি পোশাক বা আরএমজি নামে সমধিক পরিচিত। বাংলাদেশ থেকে তৈরি পোশাকের প্রথম চালানটি রপ্তানি হয় ১৯৭৮ সালে। ১৯৮০ পর্যন্ত কাঁচা পাট ও পাটজাত দ্রব্য রপ্তানি আয়ে শীর্ষ স্থান দখল করে ছিল। আশির দশকের শেষার্ধ্বে পাট ও পাটজাত দ্রব্যের আয়কে অতিক্রম করে পোশাক শিল্প আয়ে প্রথম স্থানে চলে আসে। সময়ের পরিক্রমায় তৈরি পোশাক আরও সম্প্রসারিত হয়ে ওভেন ও নিটিং উপখাতে বিভক্ত হয়। রিয়াজ গার্মেন্টস এ দেশে তৈরি পোশাক শিল্পের পথ-প্রদর্শক। ১৯৬০ সালে ঢাকায় ‘রিয়াজ স্টোর’ নামে একটি ছোট দর্জির কারখানা কাজ শুরু করে। এটি আনুমানিক ১৫ বছর স্থানীয় বাজারে কাপড় সরবরাহ করেছে। ১৯৭৩ সালে কারখানাটি নাম পরিবর্তন করে মেসার্স রিয়াজ গার্মেন্টস লি. নামে আত্মপ্রকাশ করে। পরবর্তীকালে কার্যক্রম আরও সম্প্রসারিত করে ১৯৭৮ সালে প্যারিসভিত্তিক একটি ফার্মের সাথে ১৩ মিলিয়ন ফ্রাংক মূল্যের ১০ হাজার পিস শার্ট রপ্তানি করে। রিয়াজ গার্মেন্টসহ বাংলাদেশ থেকে প্রথম সরাসরি পোশাক রপ্তানি করে।

১৯৭৭ সালে অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মকর্তা নুরুল কাদের প্রতিষ্ঠা করেন ‘দেশ গার্মেন্টস’। ১৯৭৯ সালে দেশ গার্মেন্টস এবং দক্ষিণ কোরিয়ার দায়েু কর্পোরেশনের মধ্যে প্রযুক্তিগত এবং বাজারজাতকরণে সহযোগিতার সম্পর্ক স্থাপিত হয়। ১৯৮০ সালে প্রতিষ্ঠানটি উৎপাদনে যায়। দেশ গার্মেন্টস বাংলাদেশের প্রথম শতভাগ রপ্তানিমুখী তৈরি পোশাক কারখানা। তৈরি পোশাক শিল্পের বিস্ময়কর প্রবৃদ্ধির জন্য অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক উভয় উপাদানই ভূমিকা রেখেছে। বাহ্যিক কারণের একটি ছিল গ্যাট অনুমোদিত The Multi Fibre Arrangement (MFA)

এর অধীনে কোটা পদ্ধতি। ১৯৭৪ সালে উন্নয়নশীল দেশ হতে উন্নত দেশগুলোতে আরএমজি পণ্যের রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ করতে MFA নামে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। MFA-এর প্রয়োগ বাংলাদেশের জন্য আশীর্বাদ নিয়ে আসে। নিম্ন আয়ের দেশ হিসেবে বাংলাদেশকে যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপীয় ইউনিয়ন থেকে অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত দেশ হিসেবে গণ্য করা হয়। বাংলাদেশ যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে একটি উল্লেখযোগ্য ‘কোটা’ রপ্তানির সুযোগ পায়। ইউরোপীয় ইউনিয়ন কোটামুক্ত বাজারের পাশাপাশি বাংলাদেশকে GSP সুবিধা দেয়। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার একটি সাধারণ নিয়ম আছে, সংস্থাভুক্ত দেশগুলোর প্রতিটি তাদের বাণিজ্যে অংশগ্রহণকারী দেশগুলোকে সমভাবে বিবেচনা করবে, অর্থাৎ কোনো দেশ অন্য একটিকে আলাদাভাবে বিশেষ কোনো বাণিজ্য বা শুল্ক সুবিধা দিতে পারবে না। তবে বিশেষ বিবেচনায় কোনো দেশের জন্য এই ধারণাটিকে শিথিল করার পদ্ধতিকেই বলা হয় Generalized System of Preferences (GSP)। ইউরোপীয় ইউনিয়নের দেশগুলিতে জিএসপি সুবিধার আওতায় বাংলাদেশের তৈরি পোশাক শতভাগ বিনাশুল্কে যাচ্ছে। অভ্যন্তরীণ যে কারণটি আরএমজি গড়ে উঠার পেছনে অবদান রেখেছে তা হলো সস্তা শ্রম এবং পর্যাপ্ত পরিমাণ প্রশিক্ষণযোগ্য শ্রমিকের সরবরাহ।

উরুগুয়ে রাউন্ড আলোচনা-পর্যালোচনা করে ২০০৪ সাল থেকে MFA তুলে দেওয়া হয়েছে। MFA উঠে যাওয়ার পর বিশ্ব বাজারে বাংলাদেশের অবস্থান পরিবর্তন এসেছে। প্রতিযোগিতামূলক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় বাংলাদেশী উদ্যোক্তারা পণ্য ও বাজার বহুমুখীকরণের উদ্যোগ নিয়েছে।

বাংলাদেশের রপ্তানি বাজার মূলত যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নে কেন্দ্রীভূত। বাংলাদেশ থেকে আরএমজি পণ্যের সবচেয়ে বড় আমদানিকারক দেশ যুক্তরাষ্ট্র। বাংলাদেশ ১৯৭৬ সাল থেকে যুক্তরাষ্ট্রে জিএসপি সুবিধা পেয়ে আসছে। বাংলাদেশের ৯৭ ভাগ পণ্য এই সুবিধা পেলেও বাংলাদেশের প্রধান রপ্তানি পণ্য তৈরি পোশাকে এই সুবিধা পেত না। ২৪ নভেম্বর, ২০১২ ঢাকার অদূরে সাভারের আশুলিয়ায় তাজরীন ফ্যাশনস নামক পোশাক কারখানায় ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড ঘটে। তাজরীনের পর ২০১৩ সালের ২৪ এপ্রিল সাভারের রানার প্লাজা ধসে সহস্রাধিক শ্রমিকের প্রাণহানি ঘটনা ঘটলে এ দেশের পোশাক শিল্প চাপের মুখে পড়ে। এর পরিপ্রেক্ষিতে ২৭ জুন, ২০১৩ যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশের সুবিধা স্থগিত করা হয়।

❑ সার শিল্প

১৯৬১ সালে সিলেটের ফেঞ্চুগঞ্জ বাংলাদেশের প্রথম ইউরিয়া সার কারখানা ন্যাচারাল গ্যাস ফার্টিলাইজার ফ্যাক্টরি লি. স্থাপিত হয়। এই কারখানায় ইউরিয়া ও অ্যামোনিয়াম সালফেট (ASP) সার উৎপাদিত হতো। ৩০ জুন, ২০১২ কারখানাটি বন্ধ করে দেয়া হয়। বাংলাদেশে বর্তমানে ৯টি সার কারখানা চালু আছে। যথা-

শাহজালাল ফার্টিলাইজার কো. লি.	ফেঞ্চুগঞ্জ, সিলেট	ইউরিয়া, অ্যামোনিয়া
আশুগঞ্জ ফার্টিলাইজার এন্ড কেমিক্যাল কো. লি.	আশুগঞ্জ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া	ইউরিয়া
যমুনা ফার্টিলাইজার কো. লি.	তারাকান্দি, সরিষাবাড়ী, জামালপুর	দানাদার ইউরিয়া
ইউরিয়া ফার্টিলাইজার ফ্যাক্টরি লি.	ঘোড়াশাল, নরসিংদী	ইউরিয়া

পলাশ ইউরিয়া ফার্টিলাইজার ফ্যাক্টরি লি.	পলাশ, নরসিংদী	ইউরিয়া
পলাশ ইউরিয়া ফার্টিলাইজার ফ্যাক্টরি লি.	পলাশ, নরসিংদী	ইউরিয়া
চট্টগ্রাম ইউরিয়া ফার্টিলাইজার কো. লি.	রাঙ্গাদিয়া, আনোয়ারা, চট্টগ্রাম	ইউরিয়া, SSP
ট্রিপল সুপার ফসফেট কমপ্লেক্স লি.	পতেঙ্গা, চট্টগ্রাম	TSP
ডিএপি ফার্টিলাইজার কো. লি.	রাঙ্গানিয়া, চট্টগ্রাম	DAP
কর্ণফুলী ফার্টিলাইজার কো. লি.	আনোয়ারা, চট্টগ্রাম	ইউরিয়া, অ্যামোনিয়া

DAP = ডাই অ্যামোনিয়াম ফসফেট, SSP = সিঙ্গেল সুপার ফসফেট। বাংলাদেশের বৃহত্তম সার কারখানা ‘শাহজালাল ফার্টিলাইজার কো. লি.’ এর বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা ৫ লক্ষ ৮০ হাজার মেট্রিক টন। যমুনা সার কারখানায় উন্নতমানের মটর-দানা আকৃতির দানাদার ইউরিয়া সার উৎপাদিত হয় যা ধান চাষের জন্য সর্বোৎকৃষ্ট বলে বিবেচিত। এ কারখানার বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা

৫ লক্ষ ৬১ হাজার মেট্রিক টন। বাংলাদেশের একমাত্র রপ্তানিমুখী সার কারখানা ‘কাফকো’। এটি বাংলাদেশ সরকার ও জাপানের যৌথ উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত দেশের সর্ববৃহৎ ও গুরুত্বপূর্ণ বহুজাতিক প্রকল্প। আমার দেশে ইউরিয়া সার উৎপাদনের প্রধান কাঁচামাল হলো প্রাকৃতিক গ্যাস (মিথেন)।

❑ পাট শিল্প

ব্রিটিশ শাসনামলে বাংলায় এবং পাকিস্তানী আমলে পূর্ব বাংলায় পাটজাত দ্রব্য সামগ্রী ছিল একক বৃহত্তম শিল্প। ১৯৭০ এর দশকে প্লাস্টিক ও পলিথিন পাটতন্তের বিকল্প হিসেবে আত্মপ্রকাশ করলে পাটশিল্পের স্বর্ণযুগের অবসান হয়। ফলশ্রুতিতে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর জাতীয় জিডিপিতে পাট শিল্পের অবদান হ্রাস পেতে থাকে।

এ দেশের পাটকলগুলো মূলত নারায়ণগঞ্জ, চট্টগ্রাম এবং খুলনা অঞ্চলে গড়ে উঠেছিল। নারায়ণগঞ্জকে এক সময় বলা হত ‘প্রাচ্যের ডাভি’। পাকিস্তানের প্রথম পাটকল বাওয়া জুট মিলস লি. ১৯৫১ সালের মাঝামাঝি সময়ে তাদের উৎপাদন শুরু করে। একই বছর শেষের

দিকে উৎপাদন শুরু করে পৃথিবীর বৃহত্তম পাটকল আদমজী জুট মিল। এটি নারায়ণগঞ্জ জেলার সিদ্ধিরগঞ্জে শীতলক্ষ্যা নদীর তীরে অবস্থিত ছিল। ক্রমাগত লোকসানের কারণে ৩০ জুন, ২০০২ পাটকলটি বন্ধ করে দেয়া হয়। বর্তমানে মিলটির এক নং ইউনিট রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকায় পরিণত করা হয়েছে।

কাগজ ও মণ্ড শিল্প কর্ণফুলী পেপার মিলস লি. কেপিএম) বাংলাদেশের প্রথম ও বৃহত্তম কাগজকল। ১৯৫৩ সালে রাঙামাটি জেলার কাপ্তাই উপজেলাধীন চন্দ্রঘোনা কারখানাটি স্থাপিত হয়। মিলের বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা ৩০ হাজার মে. টন। কাগজ তৈরির জন্য যে মণ্ড ব্যবহার করা হয়, তা বিশেষত চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে সংগৃহীত কাঠ ও বাঁশ থেকে প্রাপ্ত আঁশজাতীয় কাঁচামাল। কেপিএম এর অঙ্গ প্রতিষ্ঠান কর্ণফুলী রেয়ন এন্ড কেমিকেল লি.’ একই স্থানে অবস্থিত। এটি বাংলাদেশের একমাত্র রেয়নমিল। ক্রমাগত লোকসানের কারণে এটি বর্তমানে বন্ধ রয়েছে। খুলনা নিউজপ্রিন্ট মিলস ছিল এশিয়ার বৃহত্তম নিউজপ্রিন্ট কাগজকল। ১৯৫৯ সালে খালিশপুর শিল্পাঞ্চলের ভৈরব নদীর তীরে প্রতিষ্ঠিত হয়। মিলের বার্ষিক উৎপাদনক্ষমতা ছিল ৪৮ হাজার মেট্রিক টন। চালুর পর থেকে কারখানাটি লাভজনকভাবে চলছিল। চলতি মূলধন ও ফার্নেস ওয়েলের দামবৃদ্ধির অজুহাতে

৩০ নভেম্বর, ২০০২ নিউজপ্রিন্ট মিলটি বন্ধ ঘোষণা করা হয়। নর্থ বেঙ্গল পেপার মিল পাবনার পাকশিতে অবস্থিত বাংলাদেশের অন্যতম কাগজ কল। এখানে বিভিন্ন চিনিকল থেকে প্রাপ্ত আখের ছোবড়া (ব্যাগাস) কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত হতো। ১৯৭৪ সালে কাগজকলটি বাণিজ্যিক উৎপাদনে যায় কিন্তু দুর্নীতি-অনিয়মের কারণে বিপুল লোকসানের বোঝা মাথায় নিয়ে ৩০ নভেম্বর, ২০০২ বন্ধ হয়ে যায়। সিলেট পাল্প এন্ড পেপার মিলস কেবল বাজারজাত করার উপযোগী মরু তৈরি করে। ছাতক অবস্থিত মিলটি কাঁচামাল হিসেবে ঘাস ব্যবহার করে। ঘাসের স্বল্পতার কারণে মরুমিলটি বর্তমানে বাঁশ ও শক্ত কাঠ ব্যবহার করছে। বর্তমানে বেসরকারি পর্যায়ে অনেকগুলো কাগজকল রয়েছে। এদের মধ্যে সোনালী পেপার মিল, হাশেম পেপার ও পাল্প মিল, হোসেন পেপার মিল, বেঙ্গল পেপার মিল, বসুন্ধরা মিল প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এ সকল আধুনিক কাগজ তৈরির কারখানায় প্রধানত আমদানিকৃত রাসায়নিক মরু ব্যবহার করে উন্নতমানের কাগজ তৈরি করা হয়। আবার এখানে পুরাতন কাগজকে পুনরায় মেরু রূপান্তর করে কাগজ তৈরির ব্যস্থাও আছে। বাংলাদেশে সবুজ পাট ব্যবহার করে কাগজের মণ্ড তৈরির প্রযুক্তি উদ্ভাবিত হয়েছে। ২০১১ সালে বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট বাংলাদেশে সহজলভ্য ও পরিবেশ বান্ধব ধৈর্য গাছের আঁশ দিয়ে কাগজ তৈরির শাস্ত্রীয় পদ্ধতি আবিষ্কার করেছে।

□ জাহাজ নির্মাণ শিল্প

বাংলাদেশের সকল অভ্যন্তরীণ এবং উপকূলীয় জাহাজ বাংলাদেশের জাহাজ নির্মাণ কারখানায় (শিপইয়ার্ডে) নির্মিত হয়। শিপইয়ার্ডগুলির ৭০% ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ এলাকায়, বাকিগুলো চট্টগ্রাম খুলনা-বরিশালে অবস্থিত। বাংলাদেশে আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন জাহাজ তৈরির কারখানা গড়ে উঠেছে। এর মধ্যে আনন্দ শিপইয়ার্ড এন্ড স্পিপওয়ায়ে লিমিটেড, নারায়ণগঞ্জ; ওয়েস্টার্ন মেরিন শিপইয়ার্ড খুলনা শিপইয়ার্ড লিমিটেড, খুলনা; হাইস্পিড শিপবিল্ডিং এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস লিমিটেড, নারায়ণগঞ্জ; ঢাকা ডকইয়ার্ড অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস লিমিটেড, ঢাকা উল্লেখযোগ্য।

বাংলাদেশে তৈরী বিদেশে রপ্তানিকৃত প্রথম জাহাজ স্টেলা মেরিস খুলনা শিপইয়ার্ড বাংলাদেশের বৃহত্তম জাহাজ নির্মাণ ও মেরামত কারখানা। এটি প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় এবং বাংলাদেশ নৌ বাহিনীর তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়। ১৯৭৯ সালে বিশ্ব খাদ্য সংস্থার অনুদানে বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ জলযান সংস্থার জন্য ৮টি খাদ্য

বহনযোগ্য জাহাজ নির্মাণ করে বেসরকারী জাহাজ নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠান নারায়ণগঞ্জ হাইস্পিড শিপইয়ার্ড। প্রকৃতপক্ষে এটাই বেসরকারিভাবে প্রথম আন্তর্জাতিক মানের জাহাজ নির্মাণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে বাংলাদেশের যাত্রা শুরু। ২০০৮ সালে আনন্দ শিপইয়ার্ড লি. 'স্টেলা মেরিস' নামে একটি জাহাজ ডেনমার্ক রপ্তানি করে। এর মাধ্যমে জাহাজ রপ্তানি শিল্পে বিশ্ববাজারে প্রবেশ ঘটে বাংলাদেশের। ২৯ মার্চ, ২০১৪ যাত্রা শুরু করে দেশে তৈরি প্রথম যাত্রীবাহী জাহাজ বা স্টিমার 'এম ভি বাঙ্গালী'। জাহাজটি নির্মাণ করে চট্টগ্রামের ওয়েস্টার্ন মেরিন শিপইয়ার্ড লিমিটেড।

□ সিমেন্ট শিল্প

ছাতক সিমেন্ট কোম্পানি লি. বাংলাদেশের প্রথম ও সবচেয়ে পুরাতন সিমেন্ট কারখানা। ঐতিহ্যবাহী কারখানাটি সুনামগঞ্জ জেলার ছাতক উপজেলার সুরমা নদীর তীরে অবস্থিত। এর কাঁচামাল চূনাপাথর ভারতের মেঘালয় থেকে আমদানি করা হয়। এছাড়া টেকেরহাটের নিজস্ব পাথর উত্তোলন কেন্দ্র থেকেও পাথর সংগ্রহ করা হয়। ছাতক লাফার্জ সুরমা সিমেন্ট ফ্যাক্টরি লি. বর্তমানে বাংলাদেশের বৃহত্তম সিমেন্ট কারখানা। ফরাসি স্প্যানিস যৌথ বিনিয়োগে স্থাপিত কারখানাটি তাদের প্রধান কাঁচামাল চূনাপাথর কনভেয়ার বেল্টের মাধ্যমে ভারত থেকে আমদানি করে থাকে। বাংলাদেশের অধিকাংশ সিমেন্ট কোম্পানি তাদের সিমেন্ট উৎপাদনে ব্যবহৃত 'ক্লিন্কার' নামক উপাদানটি লাফার্জ সুরমা সিমেন্ট ফ্যাক্টরি থেকে ক্রয় করে।

□ ঔষধ শিল্প

বাংলাদেশের স্বাস্থ্য খাতের একটি উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হলো জাতীয় ঔষধ নীতি। ১৯৮২ সালে ঔষধ নিয়ন্ত্রণ অধ্যাদেশ জারির মাধ্যমে ক্ষতিকর ও অপ্রয়োজনীয় ঔষধ বাজারজাতকরণ বন্ধ করে দেওয়া হয় এবং স্বাস্থ্য সেবার প্রতিটি পর্যায়ে প্রয়োজনীয় ঔষধ সরবরাহ বৃদ্ধি করা হয়। এই অধ্যাদেশের মাধ্যমে বিদেশী ঔষধ কোম্পানির একচেটিয়া বাণিজ্য থেকে দেশীয় ঔষধ শিল্প মুক্তি পায় এবং আস্তে আস্তে তারা বাজার সম্প্রসারণ শুরু করে। বাংলাদেশ বর্তমানে মোট চাহিদার প্রায় ৯৮ শতাংশ ঔষধ স্থানীয় উৎপাদনের মাধ্যমে মেটাতে সক্ষম। দেশীয় কোম্পানিগুলোর মধ্যে স্কয়ার ও বেক্সিমকো বহিঃবিশ্বে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছে। বেক্সিমকো ফার্মাসিউটিক্যাল লি. সর্বপ্রথম বিদেশে ঔষধ রপ্তানিকারক দেশ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। ১৯৯২ সালে ইরান, হংকং, ভিয়েতনাম ও দক্ষিণ কোরিয়ায় পেনিসিলিন তৈরির কাঁচামাল রপ্তানি করে প্রতিষ্ঠানটি। বর্তমানে বাংলাদেশ থেকে সবচেয়ে বেশি ঔষধ রপ্তানি হয় মায়ানমারে। ২০০৫ সালে দেশের প্রথম কোম্পানি হিসেবে লন্ডন স্টক এক্সচেঞ্জে। তালিকাভুক্ত হয় বেক্সিমকো ফার্মা। ২০০৮ সালে জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটি (একনেক) এর সভায় মুন্সিগঞ্জ জেলার গজারিয়া উপজেলাধীন

বাউশিরা ও লক্ষীপুর মৌজায় একটি অ্যাঙ্কিভ ফার্মাসিউটিক্যাল ইনগ্রিডিয়েন্ট (এপিআই) গড়ে তোলা প্রকল্প অনুমোদিত হয়। ঔষধ উৎপাদনে যেসব কাঁচামাল প্রয়োজন ও যেসব কাঁচামাল বিদেশ থেকে আমদানি করা হয় আগামী ১০ বছরের মধ্যে তা দেশে উৎপাদন করা ও কাঁচামাল আমদানি উল্লেখযোগ্যভাবে কমানো বা বন্ধ করা পার্কটি প্রতিষ্ঠার প্রধান উদ্দেশ্য।

□ চামড়া শিল্প

চামড়া ও চামড়াজাত দ্রব্য বাংলাদেশের অন্যতম ঐতিহ্যবাহী রপ্তানি সামগ্রী। কুষ্টিয়ার কালো ছাগলের চামড়া চমৎকার গঠন এবং প্রসার ক্ষমতার জন্য কুষ্টিয়া গ্রেড' বিশেষভাবে খ্যাত। ক্ষুদ্রায়তন চামড়া শিল্পের সর্ববৃহৎ প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল ঢাকা মহানগরীর হাজারীবাগ এলাকায় অবস্থিত ছিল। পুরান ঢাকার একটি ক্ষুদ্র এলাকায় চামড়ার বেশির ভাগ শিল্প ইউনিট (ট্যানারি) স্থাপনের ফলে পরিবেশের ব্যাপারে উদ্বেগের সৃষ্টি হয়। এজন্য সাভারের হেমায়েতপুর হরিণধরায় ধলেশ্বরী নদীর তীরে পরিবেশ বান্ধব পরিকল্পিত চামড়া শিল্প নগরীতে ট্যানারিগুলো স্থানান্তরিত করা হয়।

Teacher Student Work

০১. সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা মেয়াদ-

- ক. ২০১১-২০১৫ খ. ২০২১ - ২০২৫
গ. ১৯৯৫-২০০০ ঘ. ২০১৬-২০২০

০২. বাংলাদেশে মুক্তবাজার অর্থনীতি কত সালে চালু হয়?

- ক. ১৯৯১ খ. ১৯৯২
গ. ১৯৯৩ ঘ. ১৯৯৪

০৩. বাংলাদেশের অর্থনীতি মূলত -

- ক. পুঁজিবাদী খ. মিশ্র
গ. সাম্যবাদী ঘ. গণতান্ত্রিক

০৪. 'দারিদ্র্যের দুইচক্র' ধারণাটির প্রবর্তক কে?

- ক. পল হব্‌স খ. এডাম স্মিথ
গ. রাগনার ফ্রিশ ঘ. পি নার্কস

০৫. বাংলাদেশের জন্য সর্ববৃহৎ দ্বিপাক্ষিক দাতা দেশ-

- ক. জাপান খ. জার্মানি
গ. মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ঘ. আই.এম.এফ

০৬. বাংলাদেশ উন্নয়ন ফোরামের সমন্বয়কারী কোন সংস্থা?

- ক. জাইকা খ. আই.এন.ডি.পি
গ. বিশ্বব্যাংক ঘ. আই.এম.এফ

০৭. কোন ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা ও নিয়ন্ত্রণের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করে?

- *ক. সংগঠন খ. বীমা সংস্থান
গ. অর্থ সংস্থান ঘ. অর্থ সংস্থান

০৮. আমাদের দেশের এ যাবৎ কয়টি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হয়েছে?

- ক. ৮টি খ. ৬টি
গ. ৫টি ঘ. ১০টি

০৯. দ্বিতীয় দারিদ্র্য নিরসন কৌশলপত্রের মেয়াদকাল কোনটি?

- ক. জুলাই ২০১০-জুন'১২ খ. জুন' ১০-জুন' ১৪

গ. জুন ২০১০-জুন' ১১

ঘ. জুন' ০৯- জুন' ১৩

১০. মূল্য সংযোজন কর বাংলাদেশে কখন থেকে চালু হয়?

- ক. ১ জুলাই, ১৯৯১ খ. ১ জুলাই, ১৯৯৩
গ. ১ জুলাই, ১৯৯৫ ঘ. ১ জানুয়ারি, ১৯৯৬

১১. আয়কর কোন ধরনের কর?

- ক. প্রত্যক্ষ কর খ. পরোক্ষ কর
গ. সম্পূরক কর ঘ. পরিপূরক কর

১২. বাংলাদেশে বিক্রয় করের বিকল্প হিসাবে কোন কর ধার্য করা হয়?

- ক. সম্পদ কর খ. মূল্য সংযোজন কর
গ. আয়কর ঘ. দান কর

১৩. TIN দ্বারা কী বুঝায়?

- ক. Taxpayers Identification Number
খ. Tax indentification number
গ. Tax on identification numbers
ঘ. কোনটিই নয়

১৪. VGF বলতে বলতে বুঝায় –

- ক. Vulnerable Group Feeding
খ. Vulnerable Group Funding
গ. Vulnerable Group Finding
ঘ. Village Group Fundig

১৫. PRSP হচ্ছে–

- ক. বাজেট বিশ্লেষণ খ. দারিদ্র্য বিমোচন সংক্রান্ত
গ. পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ঘ. দরিদ্রজনকে ঋণদান প্রণালী

১৬. দ্বিতীয় দারিদ্র্য নিরসন কৌশলপত্রের মেয়াদকাল কোনটি?

- ক. জুন ১০ – জুন ১২ খ. জুন ১০ – জুন ১৪
গ. জুন ০৯ – জুন ১১ ঘ. জুন ০৯ – জুন ১৩

১৭. কর আদায়ের দায়িত্ব কার?

- ক. জাতীয় রাজস্ব বোর্ড খ. বাংলাদেশ ব্যাংক
গ. বাণিজ্যিক ব্যাংক ঘ. অর্থ মন্ত্রণালয়

Previous Question

০১. ২০১৮ সালে বাংলাদেশের Percapita GDP (nominal) কত? [৪০তম বিসিএস]

- ক. \$ ১,৭৫০ মার্কিন ডলার খ. \$ ১,৭৫১ মার্কিন ডলার
গ. \$ ১,৭৫২ মার্কিন ডলার ঘ. \$ ১,৭৫৩ মার্কিন ডলার

০২. Alliance যে দেশেভিত্তিক গার্মেন্টস ব্রান্ডগুলোর সংগঠন- [৪০তম বিসিএস]

- ক. যুক্তরাজ্যের খ. যুক্তরাষ্ট্রের
গ. কানাডার ঘ. ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের

০৩. ২০১৮ সালে বাংলাদেশের GDP-তে শিল্প খাতের অবদান কত শতাংশ ছিল? [৪০তম বিসিএস]

- ক. ২৯.৬৬% খ. ৩০.৬৬%
গ. ৩২.৬৬% ঘ. ৩৩.৬৬%

০৪. ২০১৮-১৯ অর্থবছরের রপ্তানি প্রণোদনা রাখা হয়েছে- [৪০তম বিসিএস]

- ক. সাড়ে ৪ হাজার কোটি টাকা খ. সাড়ে ৫ হাজার কোটি টাকা
গ. সাড়ে ৩ হাজার কোটি টাকা ঘ. সাড়ে ৬ হাজার কোটি টাকা

০৫. বাংলাদেশের ২০১৮-১৯ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেটে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির জন্য কত বরাদ্দ আছে? [৩৯তম বিসিএস]

- ক. ১,৭২,০০০ কোটি টাকা খ. ১,৭৩,০০০ কোটি টাকা
গ. ১,৭০,০০০ কোটি টাকা ঘ. ১,৭১,০০০ কোটি টাকা

০৬. জাতিসংঘের 'Champion of the Earth' খেতাবপ্রাপ্ত কে? [৩৯তম বিসিএস]

- ক. হিলারি ক্লিন্টন খ. থেরেসা মে
গ. এঞ্জেলো মার্কেল ঘ. শেখ হাসিনা

০৭. কোন বিদেশী পত্রিকা বঙ্গবন্ধুকে 'রাজনীতির কবি' (Poet of Politics) উপাধি দিয়েছিলেন? [৩৯তম বিসিএস]

- ক. নিউজ উইরস (উইকস) খ. দি ইকনমিস্ট
গ. টাইম ঘ. গার্ডিয়ান

০৮. বাংলাদেশের ২০১৮-১৯ অর্থবছরের বাজেটে জিডিপি প্রক্ষেপিত প্রবৃদ্ধির হার কত? [৩৯তম বিসিএস]

- ক. ৭.৮০ শতাংশ খ. ৮.০০ শতাংশ
গ. ৭.২৮ শতাংশ ঘ. ৭.৬৫ শতাংশ

০৯. বাংলাদেশের অন্যতম বিশেষায়িত ব্যাংক [৩৮তম বিসিএস]

- ক. বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক খ. সোনালী ব্যাংক
গ. অগ্রণী ব্যাংক ঘ. রূপালী ব্যাংক

১০. ৭ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা মেয়াদে প্রতিবছর বাংলাদেশের গড় প্রকৃত জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যমাত্রা।- [৩৮তম বিসিএস]

- ক. ৭.০০% খ. ৭.১২%
গ. ৭.৩০% ঘ. ৭.৪০%

১১. বাংলাদেশের বর্তমানে সর্বাধিক পরিমাণ অর্থের বিভিন্ন পণ্য আমদানি করে- [৩৮তম বিসিএস]

- ক. ভারত থেকে খ. চীন থেকে
গ. জাপান থেকে ঘ. সিঙ্গাপুর থেকে

১২. বাংলাদেশের সর্বাধিক বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী বিষয় কি? [৩৬তম বিসিএস]

- ক. প্রবাসী শ্রমিক খ. পাট
গ. রেডিমেট গার্মেন্টস ঘ. চামড়া

১৩. মূল্য সংযোজন কর বাংলাদেশে কখন থেকে চালু হয়? [২৫তম বিসিএস]

- ক. ১ জুলাই, ১৯৯১ খ. ১ জুলাই, ১৯৯৩
গ. ১ জুলাই, ১৯৯৫ ঘ. ১ জানুয়ারি, ১৯৯৬

১৪. কোন উৎস থেকে বাংলাদেশ সরকারের সর্বোচ্চ রাজস্ব আয় হয়? [২৪তম বিসিএস]

- ক. আয়কর খ. আমদানি ও রপ্তানি শুল্ক
গ. ভূমি রাজস্ব ঘ. মূল্য সংযোজন কর

১৫. বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী প্রধান পণ্য/খাত/শিল্প কোনটি? [৩৩তম, ২২তম ও ২১তম বিসিএস]

- ক. পাট ও পাটজাত পণ্য খ. চা
গ. হিমায়িত চিংড়ি ঘ. তৈরি পোশাক

১৬. দেশের প্রথম ঔষধ পার্ক কোথায় স্থাপিত হচ্ছে? [৩০তম বিসিএস]

- ক. গজারিয়া খ. গাজীপুর
গ. সাভার ঘ. ভালুকা

১৭. জিয়া সার কারখানা উৎপাদিত সারের নাম কি? [২৪তম, ১৬তম বিসিএস]

- ক. অ্যামোনিয়া খ. টিএসপি
গ. ইউরিয়া ঘ. সুপার ফসফেট

১৮. সম্প্রতি গার্মেন্টসসহ কতিপয় দ্রব্য বিনাশুল্কে কোন দেশে প্রবেশাধিকার পেয়েছে? [২৪তম বিসিএস]

- ক. যুক্তরাষ্ট্র খ. কানাডা
গ. জাপান ঘ. চীন

১৯. ঘোড়াশাল সার কারখানায় উৎপাদিত সারের নাম কি? [১৪ বিসিএস]

- ক. টিএসপি খ. ইউরিয়া
গ. পটাশ ঘ. এমোনিয়াম সালফেট

২০. বাংলাদেশের প্রদত্ত 'ইপজেড' কোথায় স্থাপিত হয়? [২০তম বিসিএস]

- ক. সাভারে খ. চট্টগ্রামে
গ. মংলায় ঘ. ঈশ্বরদীতে

২১. নিম্নলিখিত কোন দেশ থেকে বাংলাদেশ বর্তমানে সবচেয়ে বেশি সাহায্য পায়? [৩১তম বিসিএস]

- ক. মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র খ. জাপান
গ. দক্ষিণ কোরিয়া ঘ. জার্মানি

২২. বাংলাদেশে কোন দেশ থেকে সবচেয়ে বেশি সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগ হয়েছে? [১৮তম বিসিএস]

- ক. জাপান খ. যুক্তরাজ্য
গ. দক্ষিণ কোরিয়া ঘ. মালয়েশিয়া

২৩. বাংলাদেশের সবচেয়ে বেশি বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হয় কোন খাত থেকে? [২৩তম, ২২তম ২১তম বিসিএস]

- ক. চামড়া খ. পোশাক ও নীটওয়ার
গ. চিংড়ি মাছ ঘ. পাট

২৪. কর্মস্থানে ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয় কোন সনে? [২৭তম বিসিএস]

- ক. ১৯৯৫ খ. ১৯৯৬
গ. ১৯৯৮ ঘ. ২০০১

২৫. বাংলাদেশের প্রথম বেসরকারি ব্যাংক কোনটি? [২৬তম বিসিএস]

- ক. ন্যাশনাল ব্যাংক খ. আরব-বাংলাদেশ ব্যাংক
গ. আইএআইসি ব্যাংক ঘ. দি সিটি ব্যাংক

২৬. কোন ব্যাংক বাংলাদেশের দরিদ্রতম জনগোষ্ঠীকে ঋণ দিয়ে দেশে ও বিদেশে সুনাম কুড়িয়েছে? [১৪তম বিসিএস]

- ক. কৃষি ব্যাংক খ. গ্রামীণ ব্যাংক
গ. সমবায় ব্যাংক ঘ. ইসলামী ব্যাংক

২৭. স্বাধীন বাংলাদেশে ১০০ টাকার নোট কবে প্রথম চালু করা হয়? [১৬তম বিসিএস]

- ক. ২৬ মার্চ, ১৯৭২ খ. ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭২
গ. ৪ মার্চ, ১৯৭২ ঘ. ৪ জানুয়ারি, ১৯৭৩

উত্তরমালা (Previous Question)

১	গ	২	খ	৩	ঘ	৪	ক	৫	খ
৬	ঘ	৭	ক	৮	ক	৯	ক	১০	ঘ
১১	খ	১২	খ	১৩	ক	১৪	ঘ	১৫	ঘ
১৬	ক	১৭	গ	১৮	খ	১৯	খ	২০	খ
২১	খ	২২	খ	২৩	খ	২৪	গ	২৫	খ
২৬	খ	২৭	গ						

Practice Question

০১. মাথাপিছু আয় বের করার জন্য মোট জাতীয় উৎপাদনকে ভাগ করা হয় -

- ক. মোট সাবালক জনসংখ্যা দিয়ে খ. মোট কর্মরত পুরুষ দিয়ে
গ. নারী-পুরুষ সমন্বিত দিয়ে ঘ. মোট জনসংখ্যা দিয়ে

০২. অর্থনীতিতে বাজার বলতে কী বোঝায়?

- ক. জিনিসপত্র ক্রয় বিক্রয়ের স্থান
খ. দ্রব্য বিক্রয়ের কোন এলাকা
গ. দ্রব্যের ক্রয়-বিক্রয় যি দর কষাকষির স্থান
ঘ. একটি দ্রব্য, তার ক্রেতা-বিক্রেতা এবং তার মূল্য

০৩. জিডিপি কী?

- ক. Great Don Pass
খ. Gross Down Product
গ. Ground Down Pillar
ঘ. Gross Domestic Product

০৪. কুমিল্লা পল্লী উন্নয়ন একাডেমির প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক কে?

- ক. মওলানা ভাসানী খ. আইয়ুব খান
গ. আখতার হামিদ খান গ. ইব্রাহিম খাঁ

০৫. পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (RDA) কোথায় অবস্থিত?

- ক. কুমিল্লা খ. বগুড়া গ. যশোর ঘ. রাজশাহী

০৬. দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা মেয়াদ করা হয়েছিল-

- ক. ১৯৭২-১৯৭৭ খ. ১৯৭৫-১৯৮০
গ. ১৯৭৮-১৯৮৩ ঘ. ১৯৮০-১৯৮৫

০৭. বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ডের পরিচালনা পরিষদের চেয়ারম্যান হলেন-

- ক. সচিব খ. মাননীয় প্রতিমন্ত্রী
গ. মাননীয় মন্ত্রী ঘ.
মহাপরিচালক, বিআরডিবি

০৮. BRAC এর পুরো নাম

- ক. Bangladeshs Rural And Credit Body
খ. Bangladesh Rusral of Credit Agency
গ. Bangladesh Rural Advancement Committee
ঘ. Bangladesh Road Advancement Corporation

০৯. গ্রামীণ ব্যাংক কোন সাল থেকে কাজ শুরু করে?

- ক. ১৯৮৩ খ. ১৯৮৪
গ. ১৯৮৫ ঘ. ১৯৮৬

১০. বর্তমানে বাংলাদেশের বৃহৎ সাহায্যকারী দেশ কোনটি?

- ক. জাপান খ. জার্মানি
গ. যুক্তরাজ্য ঘ. যুক্তরাষ্ট্র

ক. জাইকা খ. ভোটরো
গ. ডায়েট ঘ. ওসিডি

ক. ফ্রান্স খ. যুক্তরাজ্য
গ. জাপান ঘ. ঢাকা

ক. মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র
খ. জাপান
গ. সৌদি-আরব
ঘ. ভারত

ক. ড. মুহম্মদ ইউনূস
গ. আইরিন খান
খ. অধ্যাপক মুজাফফর আহমদ
ঘ. স্যার ফজলে হাসান আবেদ

ক. ইথিওপিয়াতে
খ. সুদানে
গ. নেপালে
ঘ. আফগানিস্তানে

ক. ১৯৭০-১৯৭৫ খ. ১৯৭২-১৯৭৭
গ. ১৯৭৩-১৯৭৮ ঘ. ১৯৭৫-১৯৮০

ক. পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় খ. অর্থ মন্ত্রণালয়
গ. পরিকল্পনা কমিশন ঘ. প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর

ক. ৯৭,০০০ কোটি টাকা খ. ১৯,২০০ কোটি টাকা
গ. ১৭.১০০ কোটি টাকা ঘ. ১৯.৫০০ কোটি টাকা

ক. অর্থমন্ত্রী	খ. প্রধানমন্ত্রী
গ. পরিকল্পনা মন্ত্রী	ঘ. রাষ্ট্রপতি

क. Executive COmmittee of the National
 ख. Executive Council of National Economic Committee
 ग. Economic Committee of National Executives
 Council
 घ. None of these

ক. প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
খ. অর্থ ও পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
গ. পরিকল্পনা কমিশন
ঘ. জাতীয় অর্থনৈতিক কাউন্সিলের নির্বাহী কমিটি

২২. পরিকল্পনা কমিশন কোথায় অবস্থিত?

- ক. সচিবালয় খ. ক্যান্টনমেন্টে
গ. মৎস্যভবন ঘ. শেঙ্গে বাংলাদেশগরে

২৩. উন্নয়নশীল দেশের জন্য কোনটা সবচেয়ে মঙ্গলজনক?

- ক. দ্রুত উন্নয়ন খ. উন্নয়নের গতি স্থির রাখা
গ. প্রযুক্তি কাজে না লাগানো ঘ. সবগুলোই

২৪. পরিকল্পনা কমিশনের গৃহীত পদক্ষেপ অনুযায়ী সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা কোন মেয়াদে হবে?

- ক. ২০১৫-২০১৯ খ. ২০১৬-২০২০
গ. ২০১৭-২০২১ ঘ. ২০১৮-২০২২

২৫. বাংলাদেশ সরকার কত বছরের কর্মসূচী হিসেবে ADP ঘোষণা কবে?

- ক. ১ বছর খ. ৩ বছর
গ. ৫ বছর ঘ. ২ বছর

২৬. PRSP-এর পূর্ণাঙ্গ রূপ কি?

- ক. Poverty Reduction Study Project
খ. Poverty Reduction Strategy Papers
গ. Poverty Reduction Scheme Papers
ঘ. None of the above

২৭. বাংলাদেশে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা প্রণয়ন করে কোন সংস্থা?

- ক. অর্থ মন্ত্রণালয় খ. জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
গ. পরিকল্পনা কমিশন ঘ. মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

২৮. বাংলাদেশের প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (First Five Year Plan) কোন মেয়াদকালের জন্য প্রযোজ্য ছিল?

- ক. ১৯৭২-১৯৭৭ খ. ১৯৭৩-১৯৭৮
গ. ১৯৭৪-১৯৭৯ ঘ. ১৯৭৫-১৯৮০

২৯. কোন উৎস থেকে বাংলাদেশ সরকারে সর্বোচ্চ রাজস্ব আয় হয়?

- ক. আয়কর খ. আমদানি ও রপ্তানি শুল্ক
গ. ভূমি রাজস্ব ঘ. মূল্য সংযোজন কর

30. The Present per capita income in Bangladesh is:

- ক. US\$ 780 খ. US\$ 1044
গ. US\$ 980 ঘ. US\$ 1314

৩১. কর আদায়ের দায়িত্ব কার?

- ক. জাতীয় রাজস্ব বোর্ড খ. বাংলাদেশ ব্যাংক
গ. বাণিজ্যিক ব্যাংক ঘ. অর্থ মন্ত্রণালয়

৩২. বর্তমান আয়কর আইনে পুরুষদের জন্য নিম্নতর করযোগ্য আয় কত টাকা?

ক. ১,৬০,০০০ খ. ২,৫০,০০০

গ. ১,৮০,০০০ ঘ. ১,৮৫,০০০

৩৩. বিক্রয় কর একটি-

- ক. প্রত্যক্ষ কর খ. পরোক্ষ কর
গ. সম্পূরক কর ঘ. মূল্য
সংযোজন কর

৩৪. জাতীয় আয় কোনটি?

- ক. দ্রব্য ও সেবাসামগ্রীর বিক্রয়লব্ধ অর্থ
খ. উৎপাদিত দ্রব্যের পরিমাণ
গ. উৎপাদিত দ্রব্য ও সেবাসামগ্রীর আর্থিক মূল্য
ঘ. রপ্তানি দ্রব্যের অর্থ

৩৫. প্রত্যক্ষ শুল্কের আওতায় পড়ে-

- ক. আবগারী শুল্ক খ. বিক্রয় কর
গ. আয়কর ঘ. আমোদ কর

৩৬. বাংলাদেশ সরকার যে উদ্দেশ্যে সিরেট উৎপাদনে ট্যাক্স বসায়-

- ক. রাজস্ব আয়
খ. রাজস্ব আয় এবং ধূমপান সিরেটসাহিত্যকরণ
গ. ধূমপান রিটসাহিত্যকরণ
ঘ. ধূমপানে উৎসাহদান

৩৭. Which one of the following is a direct tax?

- ক.Import duty
খ.Excise duty
গ.Supplementary duty
ঘ.Tax deducted at source on professional income

৩৮. ২০১৫-১৬ সালে বাজেটে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে (এডিপি) বরাদ্দ কত টাকা?

- ক. ২১,৫০০ কোটি টাকা খ. ৯৭,০০০ কোটি টাকা
গ. ২৪,৫০০ কোটি টাকা ঘ. ২৫,০০০ কোটি টাকা

৩৯. বাংলাদেশে কত বিঘা পর্যন্ত জমির খাজনা মওকুফ করা হয়েছে?

- ক. ২৫ বিঘা খ. ১৫ বিঘা গ. ২০ বিঘা ঘ. ৫০ বিঘা

৪০. কোন অর্থমন্ত্রী বাংলাদেশের প্রথম বাজেট ঘোষণা করেন?

- ক. ড. এ. আর মল্লিক খ. তাজউদ্দীন আহমেদ
গ. ড. এম. এন হুদা ঘ. এম. সাইদুজ্জামান

৪১. Value-added tax (VAT) in Bangladesh was introduced on-

- ক. 1st July, 1990 খ. 2nd June, 1988
গ. 13 July, 1992 ঘ. 1st July, 1991

৪২. সরকারের রাজস্ব আয়ের প্রধান উৎস কোনটি?

- | | |
|-----------------|------------------------------|
| ক. ব্যাংকের সুদ | খ. ব্যাংক ও বীমার প্রিমিয়াম |
| গ. সেমিটেক্স | ঘ. মূল্য সংযোজন কর |

৪৩. ভূমিকর কোন ধরনের কর?

- | | |
|--------------------|---------------|
| ক. প্রত্যক্ষ কর | খ. পরোক্ষ কর |
| গ. মূল্য সংযোজন কর | ঘ. উন্নয়ন কর |

৪৪. বাংলাদেশ সরকার কোন খাত থেকে সবচেয়ে বেশি আয় করে থাকে?

- | | |
|--------------|----------------------------|
| ক. প্রত্যক্ষ | খ. পরোক্ষ কর |
| গ. ফি | ঘ. সরকারি প্রতিষ্ঠানের লাভ |

৪৫. আয়কর কোন ধরনের কর?

- | | |
|---------------|----------------|
| ক. প্রত্যক্ষ | খ. পরোক্ষ |
| গ. বিক্রয় কর | ঘ. কোনোটিই নয় |

৪৬. বিক্রয় করের বিকল্প হিসেবে কোন কর ধার্য করা হয়?

- | | |
|-------------|--------------------|
| ক. সম্পদ কর | খ. মূল্য সংযোজন কর |
| গ. আয় কর | ঘ. দান কর |

৪৭. বর্তমানে বাংলাদেশের দারিদ্র্যের হার কত?

- | | |
|----------|----------|
| ক. ২৫.৬% | খ. ২৪.৫% |
| গ. ২৩.৬% | ঘ. ২৬.৫% |

৪৮. গ্রামীণ মানুষের কল্যাণে সমাজসেবা অধিদপ্তর পরিচালিত কর্মসূচির নাম কি?

- | | |
|----------|-------------|
| ক. বার্ড | খ. বিআরডিবি |
| গ. আরডিএ | ঘ. আরএসএস |

৪৯. বাংলাদেশে কবে থেকে বয়স্ক ভাতা চালু হয়?

- | | |
|---------|---------|
| ক. ১৯৯৮ | খ. ১৯৯৭ |
| গ. ১৯৯৯ | ঘ. ১৯৯৬ |

৫০. কোন সময়ে মঙ্গ দেখা দেয়?

- | | |
|-------------------------|-----------------|
| ক. বৈশাখ-আষাঢ় | খ. শ্রাবণ-ভাদ্র |
| গ. ভাদ্র-আশ্বিন-কার্তিক | ঘ. পৌষ-মাঘ |

৫১. গ্রামীণ দরিদ্র পরিবারের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য প্রাথমিকভাবে সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন?

- ক. সঞ্চয় অভ্যাস গড়ে তোলা
খ. ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান
গ. নিজেদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন করা
ঘ. ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান ও সঞ্চয় অভ্যাস গড়ে তোলা

৫২. দারিদ্র্য বিমোচনে কোন কর্মসূচি এখন পর্যন্ত সফল হিসাবে বিবেচিত হয়?

- ক. ক্ষুদ্র ঋণ
খ. শিক্ষা
গ. সুশাসন
ঘ. স্বাস্থ্য

৫৩. দ্বিতীয় দারিদ্র্য নিরসন কৌশলপত্রের মেয়াদকাল কোনটি?

- ক. জুলাই ২০১০ - জুন ২০১২
খ. জুন ২০১০-জুন - ২০১৪
গ. জুন ২০০৯-জুন - ২০১১
ঘ. জুন ২০০৯-জুন ২০১০

৫৪. বাংলাদেশের সরকার বর্তমান নিচের কোনটি দলিলটি বাস্তবায়ন করছে?

- ক. Poverty Reduction Strategy Papers (PRSP)
খ. Population Reduction Strategy Paper (PRSP)
গ. Poverty Reduction SYNthesis Paper (PRSP)
ঘ. Population Reduction Synthesis Paper (PRSP)

৫৫. বাংলাদেশ সরকার দ্বিতীয় দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলপত্র (পিআরএসপি) অনুমোদন করে যা ছিল -

- ক. ২ বছর মেয়াদি
খ. ৫ বছর মেয়াদি
গ. ৩ বছর মেয়াদি
ঘ. ১ বছর মেয়াদি

৫৬. PRSP-এর শেষ P হলো-

- ক. Poverty
খ. Paper
গ. Plan
ঘ. Public

৫৭. মাথাপিছু আয়ের দিক থেকে বাংলাদেশ কী ধরনের দেশ?

- ক. উচ্চ আয়ের দেশ
খ. উচ্চ-মধ্যম আয়ের দেশ
গ. নিম্ন-মধ্য আয়ের দেশ
ঘ. নিম্ন আয়ের দেশ

উত্তরমালা

০১	ঘ	০২	ঘ	০৩	ঘ	০৪	খ	০৫	খ	০৬	ঘ	০৭	গ	০৮	গ	০৯	ক	১০	ক
১১	ক	১২	ঘ	১৩	খ	১৪	ঘ	১৫	ঘ	১৬	গ	১৭	গ	১৮	ক	১৯	খ	২০	ক
২১	ঘ	২২	ঘ	২৩	ক	২৪	খ	২৫	ক	২৬	খ	২৭	গ	২৮	খ	২৯	ঘ	৩০	ঘ
৩১	ক	৩২	খ	৩৩	খ	৩৪	গ	৩৫	গ	৩৬	খ	৩৭	ঘ	৩৮	খ	৩৯	ক	৪০	খ
৪১	ঘ	৪২	ঘ	৪৩	ক	৪৪	খ	৪৫	ক	৪৬	খ	৪৭	খ	৪৮	ঘ	৪৯	ক	৫০	গ
৫১	ক	৫২	ক	৫৩	ক	৫৪	ক	৫৫	ক	৫৬	খ	৫৭	গ						